Bipod by Humayun Ahmed

For More Bangla E-Books Visit

www.banglabookpdf.blogspot.com

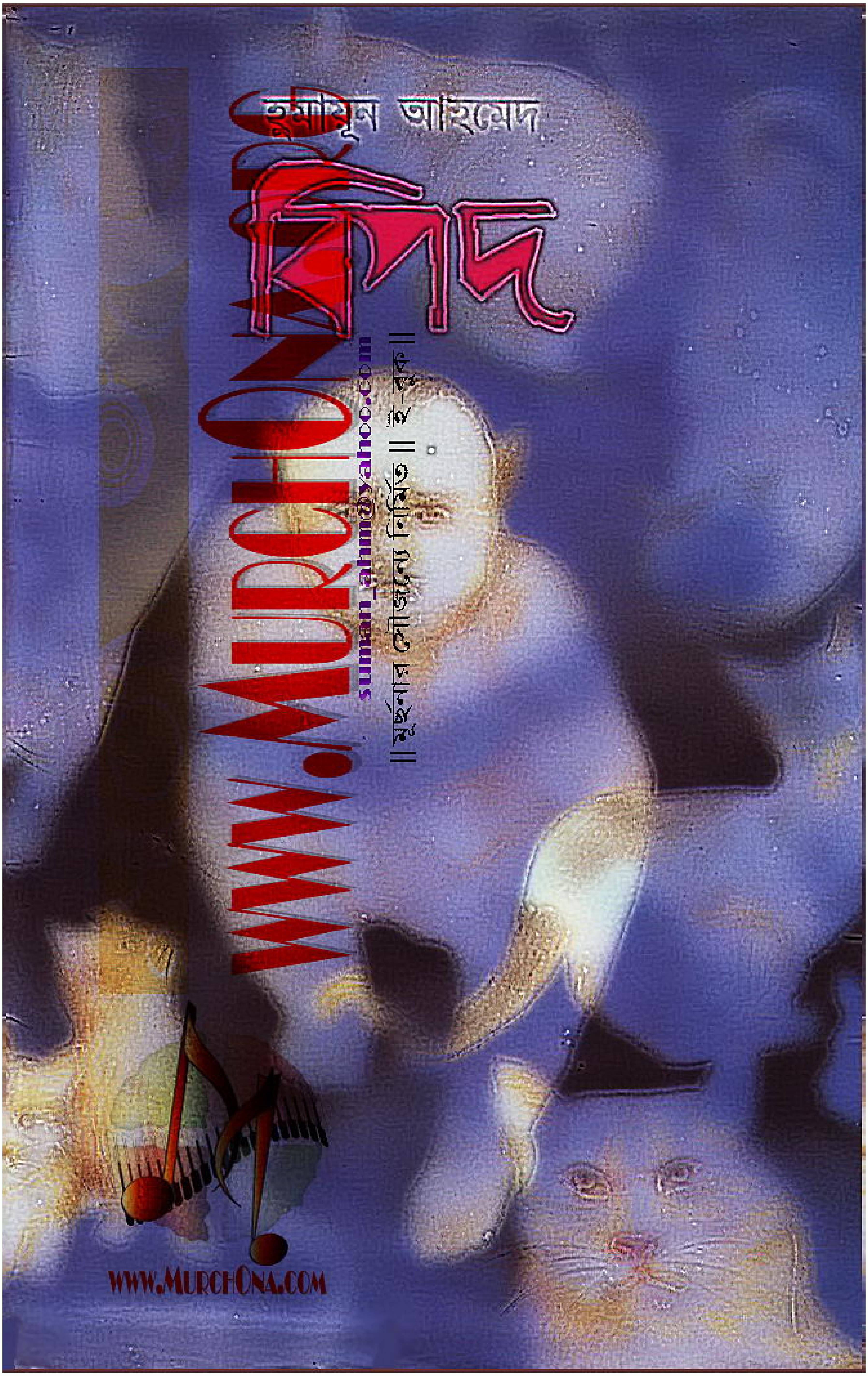
হুমায়ূন আহমেদ
বিপদ
WWW.MURCHONA.COM
suman_ahm@yahoo.com
|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||
WWW.MURCHONA.COM

ভূমিকা

মিসির আলির আরো একটি গল্প। আমার ধারণা, অদ্ভুত এই গল্প পাঠক-পাঠিকারা এক কথায় উড়িয়ে দেবেন। তাতে ক্ষতি নেই, তবু আমি অনুরোধ করব উড়িয়ে না দিতে। এ জগৎ বড়ই রহস্যময়। প্রকৃতি মাঝে মাঝে কিছু রহস্য ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, আবার পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে আরো কঠিন রহস্যে নিজেকে ঢেকে ফেলে। সেই রহস্যের জট ছড়ানো মিসির আলির ক্ষমতার বাইরে।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল
১৬ই নভেম্বর ১৯৯১

suman_ahm@yahoo.com
WWW.MURCHONA.COM
||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক||

আফসার উদ্দিন খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ। একটা দেশী জাহাজ কোম্পানীর বড় অফিসার। বড় অফিসাররা এম্নিতেই গম্ভীর হয়ে থাকেন। ইচ্ছে না করলেও তাঁদের থাকতে হয়। আফসার সাহেবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে রকম নয়। তিনি এই পৃথিবীতে গাম্ভীর্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। কঠিন হয়ে থাকতেই তাঁর ভাল লাগে। হাসি-তামাশা, ঠাট্টা, ফাজলামী তাঁর একেবারে সহ্য হয় না। তাঁর কথা হল — হাসি-তামাশাই যদি লোকজন করবে তাহলে কাজ করবে কখন? পৃথিবীটা কোন নাট্যশালা না যে হাসি-তামাশা করে লোক হাসাতে হবে।

আফসার সাহেবের দুর্ভাগ্য তাঁর আশেপাশের মানুষজনের স্বভাব তাঁর স্বভাবের একেবারে উল্টো, তাঁর স্ত্রী মীরা সর্বক্ষণই হাসছেন। কারণে অকারণে হাসছেন। এইত সেদিন তাঁদের কাজের ছেলে কুদ্দুস হাত থেকে ফেলে টি-পট ভেঙ্গে ফেলল। এই দেখে মীরা ফিক করে হেসে ফেললেন। আফসার সাহেব বললেন, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাত থেকে ফেলে একটা দামী জিনিস ভেঙ্গেছে। এতে হাসির কি হল?

মীরা বললেন, টি-পট ভেঙ্গেছে দেখে হাসি নি। টি-পট ভাঙ্গার পর কুদ্দুস কেমন হতভম্ব হয়ে ভাঙ্গা পটটার দিকে তাকিয়েছিল তাই দেখে হেসে ফেললাম।

'তার মুখের ভঙ্গি দেখে তুমি হেসে ফেললে?'

'হ্যাঁ।'

'দয়া করে আমার সামনে এই কাজটা করবে না। হাসতে ইচ্ছা করলে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হাসবে।'

মীরা আবার হেসে ফেললেন। আফসার সাহেব বললেন, হাসলে যে?

'তুমি কেমন গম্ভীর মুখে কথা বলছ তাই দেখে . . .'

'দয়া করে আমার সামনে থেকে যাও।'

www.MurchOna.org

মীরা উঠে চলে যান তবে হাসতে হাসতে যান। তা দেখেও আফসার সাহেবের গা জ্বালা করে।

তাঁর দুই মেয়ে সুমী ও রুমীও অবিকল মা'র মত। দিন-রাত হাসছে। তারা মাঝে মাঝে স্কুলের মজার মজার সব ঘটনা বাবাকে বলতে আসে। ঘটনা বলবে কি বলার আগেই হাসি।

আফসার সাহেব শীতল গলায় বলেন, কি বলতে চাচ্ছ ঠিকমত বল। এত হাসলে বলবে কি করে?

'না হাসলে এই ঘটনা বলা যাবে না বাবা। হি-হি-হি — হয়েছে কি আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে অরুণা — হি-হি-হি — সে করল কি হি-হি-হি '

'চুপ কর।'

'ঘটনাটা শোন বাবা। ভারী মজার . . . তারপর অরুণা — হি-হি-হি।'

'স্টপ। স্টপ।'

অরুণার গল্প বলা হয় না। মেয়ে দু'টি দুঃখিত হয়। তবে সেই দুঃখও খুব সাময়িক। আবার কোন একটা মজার ঘটনা ঘটে। এক বোন অন্য বোনের গায়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

আজ সোমবার।

আফসার সাহেব নাশতা খেতে বসেছেন। তাঁর দুই মেয়ে সুমী রুমী বসেছে দু' পাশে। রুমী কি একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিল। বাবা কড়া করে তার দিকে তাকানোর কারণে সে চুপ করে গেল। সুমী তখন কি একটা বলতে গেল। মীরা চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন। নাশতার টেবিলে হাসহাসি না হওয়াই ভাল। মীরা টি-পট থেকে কাপে চা ঢালছেন। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। মেঝে থেকে লাফ দিয়ে একটা বেড়াল আফসার সাহেবের কোলে এসে বসল। আফসার সাহেব লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে ওঠে গেলেন। যে পিরিচে ডিম, রুটি, মাখন এবং পনিরের টুকরো সাজানো ছিল তা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। পুরো ঘটনাটা ঘটল দু'সেকেণ্ডের ভেতর।

সুমী রুমী খিলখিল করে হেসে ফেলল। তারা জানে এখন হাসা মানেই বিপদ। ভয়ংকর বিপদ। বাবা প্রচণ্ড রাগ করবেন। কিন্তু কিছুতেই তারা হাসি

থামাতে পারল না। মীরা খুব চেষ্টা করছেন না হাসতে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। লাভ হচ্ছে না। হাসি এসে যাচ্ছে। আর বুঝি আটকানো গেল না।

আফসার সাহেব মেঘগর্জন করলেন, রুমী সুমী তোমরা আমার সামনে থেকে উঠে গেলে আমি খুশী হব।

মেয়ে দু'জন তৎক্ষণাৎ ছুটে ঘরে চলে গেল। ঘরের ভেতর থেকে তাদের হাসি শোনা যাচ্ছে — হা-হা-হা — হি-হি-হি।

এবার মীরাও হেসে ফেললেন। তবে শব্দ করে নয়, নিঃশব্দে। হাসির কারণে তাঁর হাত কাঁপছে। চায়ের কাপে ঠিকমত চা ঢালতে পারছেন না।

'মীরা।'

'কি?'

'হাসছ কেন জানতে পারি?'

'হাসি এসে গেল তাই হাসছি। বিশেষ কোন কারণে নয়।'

'কেন হাসি এসে গেল তা জানতে পারি?'

'সরি।'

'সরির কোন ব্যাপার না। তুমি বল কেন হাসলে?'

মীরা গম্ভীর গলায় বললেন, তুমি কেমন চমৎকার শূন্যে উঠে গেলে। হঠাৎ মনে হল পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে কিছু নেই। দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগল তাই হাসলাম।

'তুমি যদি আমার সামনে থেকে চলে যাও আমি খুশী হব।'

'সত্যি চলে যেতে বলছ?'

'যদি হাসি বন্ধ করতে না পার তাহলে অবশ্যই চলে যাবে।'

'তোমার নাশতা তো বিড়াল ফেলে দিয়েছে। নাশতা নিয়ে আসি?'

'না।'

'চা দেই, না-কি চাও খাবে না? ভাল করে তাকিয়ে দেখ আমি কিন্তু হাসছি না। গম্ভীর হয়ে আছি।. . . '

www.MurchOna.org

বলতে বলতে মীরা ফিক করে হেসে ফেললেন। খানিকটা চা ছলকে টেবিলে পড়ে গেল। তিনি টি-পট নামিয়ে রেখে প্রায় ছুটে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুই মেয়ের হাসির সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর হাসি।

চায়ের কাপ হাতে আফসার সাহেব একা একা বসে আছেন। তাঁর মন বিষণ্ণ। শোবার ঘর থেকে মা এবং দুই মেয়ের হাসির শব্দ ভেসে আসছে। হাসির জোয়ার নেমেছে। রাগে আফসার সাহেবের গা জ্বলে গেল। যে বেড়ালের জন্য এত কাণ্ড সে নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত ভঙ্গিতে মেঝেতে পড়ে থাকা ডিম, পনির এবং মাখন রুটি খাচ্ছে। সে একা খাচ্ছে না, তার সঙ্গে দু'টা বাচ্চাও আছে। তারাও খাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে চোখ তুলে আফসার সাহেবকে দেখছে। আফসার সাহেবের ইচ্ছা করছে প্রচণ্ড লাথি দিয়ে বিড়ালটাকে ফুটবলের মত দূরে ছুঁড়ে দেন।

মেঝে পরিষ্কার করার জন্যে কাজের ছেলে কুদ্দুস এসেছিল। আফসার সাহেব তার দিকে রাগী চোখে তাকাতেই সে ভয় পেয়ে রান্না ঘরে ঢুকে গেল। তারও কি হাসি রোগ আছে? রান্নাঘর থেকে হাসির মত অওয়াজ আসছে। হ্যাঁ কুদ্দুস ব্যাটাও হাসছে।

বিড়াল পরিবার মহানন্দে খেয়ে যাচ্ছে। আফসার সাহেবের রাগ ক্রমেই বাড়ছে। তিনি ঠিক করে ফেললেন — ডানপায়ে বিড়ালটার গায়ে একটা দুর্দান্ত কিক বসাবেন যাতে সে ভবিষ্যতে কখনো এইভাবে তাকে অপদস্ত না করে। কিক বসাতে যাবেন তখন একটা ব্যাপার ঘটল। তিনি পরিস্কার শুনলেন মা বিড়ালটা যে সব কথা বলছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। ম্যাঁও ম্যাঁও করেই নিচু গলায় কথা বলছে কিন্তু তিনি প্রতিটি শব্দ বুঝতে পারছেন। একি অদ্ভুত কাণ্ড!

মা বিড়ালটা বলছে, খোকাখুকু সাবধান। লোকটা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। মতলব ভাল না। মনে হচ্ছে ওঠে দাঁড়াবে।

একটা বাচ্চা বিড়াল বলল, ওঠে দাঁড়ালে কি হয় মা?

'লাথি মারতে পারে। তোমরা একটু দূরে সরে যাও।'

'কতটা দূরে যাব?'

'খুব বেশী দূর যেতে হবে না। লাথি মারলেও সে তোমাদের মারবে না। আমাকে মারবে। মানুষ কখনো বিড়ালের বাচ্চার গায়ে হাত তুলে না।'

www.MurchOna.org

'কেন মা?'

'মানুষের মনে মায়া বেশী এই জন্যে। তবু সাবধানের মার নেই। এই লোক খুব রেগে আছে। রেগে গেলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। কি করতে কি করে বসবে। কি দরকার রিস্ক নিয়ে?'

'রিস্ক কি মা?'

'রিস্ক হচ্ছে একটা ইংরেজী শব্দ। এর বাংলাটা ঠিক জানি না।'

বিড়ালের বাচ্চা দু'টি অনেকটা দূরে চলে গেল। সেখান থেকে তাকিয়ে রইল আফসার সাহেবের দিকে। আফসার সাহেব পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। ব্যাপারটা কি? বিড়ালের মানুষের মতো কথা বলার কোনোই কারণ নেই। শুধুমাত্র রূপকথার বইতে পশু-পাখি মানুষের মতো কথা বলে। এটা কোনো রূপকথা নয়। তিনি বিংশ শতাব্দীতে বাস করছেন। বাবর রোডের দোতলা বাসার ডাইনিং রুমে বসে আছেন। আফিসের গাড়ি চলে এসেছে, এখন অফিসে যাবেন। এই সময় বিড়ালের ভাষা তিনি বুঝতে পারছেন তা হতেই পারে না। বিড়াল একটিমাত্র শব্দ জানে — "মিয়াও"। এই শব্দের কোনো মানে নেই। আর থাকলেও মানুষের তা বোঝার কথা না।

আফসার সাহেব সিগারেট ধরালেন। একটা বিড়ালের বাচ্চা তখন কথা বলে উঠল, মা লোকটা সিগারেট ধরিয়েছে। এখন বোধহয় আর আমাদের মারবে না।

বিড়ালের মা বলল, আমারো তাই ধারণা। তবে খোকাখুকু এখন একটু সাবধানে থাক। কারণ লোকটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা ছুঁড়ে ফেলবে। গায়ে লাগলে তোমাদের পশমে আগুন ধরে যাবে। মনে নেই একবার জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরায় পা দিয়ে পা পুড়ে ফেললে, মনে আছে?

'আছে। আচ্ছা মা তোমার এত বুদ্ধি কেন?'

'দূর বেটি! আমার কোনো বুদ্ধি নেই।'

'তোমার অনেক বুদ্ধি। তুমি লাফ দিয়ে ওই লোকটার কোলে বসলে — এই জন্যেই তো সে নাশতার প্লেট মেঝেতে ফেলে দিল। তার নাশতা এখন আমরা খাচ্ছি। আচ্ছা মা, তুমি রোজ এই রকম কর না কেন?'

'এরকম রোজ করা যায় না। পর-পর দু'দিন করলেই এরা খুব রাগ করবে। আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। একদিন করেছিতো সবাই ভাবছে এ্যাকসিডেন্ট।'

'এক্যাসিডেন্ট কি মা?'

'এ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে একটা ইংরেজী শব্দ। এর মানে দুর্ঘটনা।'

'তুমি ইংরেজীও জান?'

'অল্প-অল্প জানি, শুনে শুনে শিখেছি। বাটার মানে মাখন, চীজ হলো পনীর, নরমাল ওয়াটার মানে-পানি তবে ফ্রীজের পানি না।. . .'

'ইশ মা তোমার যে কি বুদ্ধি!'

আফসার সাহেবের মাথা ঘুরছে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এসব কি? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এসব তো মাথা খারাপের লক্ষণ। তিনি দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করলেন তাঁর বংশে কোনো পাগল আছে কি-না। মনে পড়ল না। তিনি তাকালেন বিড়ালগুলির দিকে। ছোট বিড়ালটা বলল, মা দেখ লোকটা আমার দিকে তাকাচ্ছে।

বিড়ালের মা বলল, লোকটা লোকটা বলছ কেন? এইসব অসভ্যতা। আমরা উনার বাড়িতে থাকি। সম্মান করে কথা বলা উচিত।

'কি বলব মা?'

'স্যার বল। স্যার বলাই ভাল। কিংবা ভদ্রলোক বলতে পার।'

'ভদ্রলোক বলা কি ঠিক মা? উনি একবার আমাদের বস্তায় ভরে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন।'

'ফেলে তো দেয়নি।'

'উনার মেয়েগুলির জন্যে ফেলেননি। মেয়েগুলি কাঁদতে লাগল। লোকটা ভাল না মা। খারাপ লোক। সব সময় বকাঝকা করে।'

'সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত হয়ে আসে বকাঝকা করবে না তো কি। এই সব ছোট-খাট দোষ ধরতে হয় না।'

'একবার তোমার গায়ে লাথি দিয়েছিল মা।'

'মনের ভুলে দিয়েছে। রোজ তো আর দেয় না।'

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব আর সহ্য করতে পারলেন না। কী সর্বনাশ, এসব কী হচ্ছে? ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, মীরা–মীরা। প্লীজ, তাড়াতাড়ি আস।

মীরা ছুটে বের হয়ে এলেন। রুমী সুমীও এল। তারা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। কুদ্দুসও রান্নাঘর থেকে মাথা বের করেছে। মীরা বললেন কি ব্যাপার?

আফসার সাহেব কিছু বলতে পারলেন না। তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন এই হাস্যকর কথা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব না। নিশ্চয়ই তাঁর শরীর খারাপ করেছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে কিংবা এই জাতীয় কিছু।

মীরা বললেন, তোমার মুখ এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ করেছে?

'হুঁ। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল।'

'নিশ্চয়ই প্রেসার। মহসিনকে খবর দেব? ও এসে তোমার প্রেসার মেপে দেবে।'

'কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।'

'প্রেসার মাপলে ক্ষতি তো কিছু নেই। আর শোন, আজ অফিসে যাবারও দরকার নেই। প্রচুর ছুটি তোমার পাওনা। অতিরিক্ত কাজের চাপে তোমার এই অবস্থা হয়েছে। সুমী যা তো নীচে গিয়ে ড্রাইভারকে বলে আয় আজ তোর বাবা অফিসে যাবে না।'

মীরা তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। জানালার পর্দা টেনে ঘর খানিকটা অন্ধকার করে দিলেন।

তুমি চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নাও। আমি মহসিনকে খবর দিচ্ছি। ও বিকেলে এসে তোমার প্রেসার মাপবে। আফসার সাহেব কিছু বললেন না। মহসিন এসে তাঁর প্রেসার মাপবে এই খবরও তাঁর ভাল লাগল না। মহসিন মীরার সবচে' ছোট ভাই। কিছুদিন হল ডাক্তারী পাশ করে বের হয়েছে। এম্নিতে ছেলে খুব ভাল তবে ঠাট্টা-তামাশা বড় বেশী করে। সহ্য করা যায় না।

'মীরা!'

'কি?'

'মহসিনকে খবর দেবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা যাও খবর দেব না।'

www.MurchOna.org

'তুমি একটু বস তো আমার পাশে।'

মীরা বসলেন। কপালে হাত দিয়ে স্বামীর গায়ের উত্তাপ দেখলেন। গা ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। কিন্তু চোখ–মুখ যেন কেমন দেখাচ্ছে। যে কোন কারণেই হোক মানুষটা খুব ভয় পেয়েছে। গলার স্বরও জড়ানো।

'মীরা।'

'কি?'

আফসার সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন, তুমি কি বিড়ালের কথা বুঝতে পার? মীরা হতভম্ব হয়ে বললেন, বিড়ালের কথা বুঝতে পারি মানে? এসব কি বলছ?

আফসার সাহেব অত্যন্ত বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, আমার ধারণা বিড়াল মাঝে মাঝে মানুষের মত কথা বলে। মন দিয়ে শুনলে ওদের সব কথা বোঝা যায়।

মীরা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি ওদের কথা বুঝতে পারছ?

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পারলে ভাল। এখন ঘুমুতে চেষ্টা কর।'

আফসার সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। রুমী সুমী স্কুলে গেল না। মাঝে মাঝে পা টিপে টিপে এসে বাবাকে দেখে গেল। সুমী বাবার কানে কানে বলল, তোমার কি হয়েছে বাবা? তিনি জবাব দিলেন না। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। মা বিড়ালটা একবার এসে ঘুরে গেল। সে দুঃখিত গলায় তার বাচ্চাদের বলল, বেচারা আজ অফিসে গেল না কেন বুঝতে পারছি না। অসুখ–বিসুখ করল কি–না কে জানে? চারদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে।

একটা বাচ্চা বলল, ইনফ্লুয়েঞ্জা কি মা?

'একটা রোগের নাম। এইসব তুমি বুঝবে না। সব সময় প্রশ্ন করে বিরক্ত করবে না।'

'প্রশ্ন না করলে জানব কি করে?'

মা বিড়াল বলল, এখন এ ঘর থেকে চলে যাও। বেচারা ঘুমানোর চেষ্টা করছে। তাকে ঘুমুতে দাও।

'ইনফ্লুয়েঞ্জা কি তা তো তুমি বললে না?'

www.MurchOna.org

'বললাম তো ইনফ্লুয়েঞ্জা একটা অসুখের নাম। তখন জ্বর হয়, মাথায় পানি ঢালতে হয়।'

'আমাদের কি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়?'

'না, আমাদের হয় না।'

'আমাদের কি কি অসুখ হয় মা?'

'আহ্ চুপ কর তো। বেচারাকে কি তোমরা ঘুমুতে দেবে না?'

'আমাদের কি কি অসুখ হয় সেটা যদি তুমি আমাদের না বল তাহলে আমরা শিখব কি করে?'

'বারান্দায় চল। বারান্দায় বলব।'

বেড়াল তার দু'বাচ্চাকে নিয়ে বের হয়ে গেল। বাচ্চা দু'টির যাবার তেমন আগ্রহ নেই। বার বার ফিরে তাকাচ্ছে।

আফসার সাহেব সারাদিন বিছানায় শুয়ে রইলেন। তাঁর বুক ধ্বক–ধ্বক করছে, মাথা ঘুরছে। একী সমস্যা। একী সমস্যা।

সন্ধ্যাবেলা তাঁর ছোট শ্যালক মহসিন এসে উপস্থিত। সঙ্গে প্রেসার মাপার যন্ত্র। মীরা বলেছিল তাকে খবর দেবে না। কিন্তু খবর দিয়েছে। মীরা কথা রাখে নি। আফসার সাহেব মহসিনকে সহ্যই করতে পারেন না, দেখামাত্র তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। আজও উঠে গেল। মহসিন দাঁত বের করে বলল, কেমন আছেন দুলাভাই?

তিনি শুকনো গলায় বললেন, ভাল।

'শুনলাম আজ অফিসে যাননি।'

'শরীরটা ভাল লাগছে না।'

'শুয়ে শুয়ে কি করছেন?'

'কিছু করছি না।'

বুবু বলছিলেন, আপনি না–কি এখন এনিমেল ল্যাংগোয়েজে এক্সপার্ট হয়ে গেছেন — হা–হা–হা।

আফসার সাহেবের ইচ্ছা করল ফাজিলটার গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন।

'বিড়ালের সব কথা না–কি বুঝে ফেলছেন?'

www.MurchOna.org
==

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন। মহসিন বলল, বিড়াল কোন্ ভাষায় কথা বলে দুলাভাই? সাধু না চলিত?

'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না — তুমি অন্য ঘরে যাও।'

'রাগ করছেন না-কি?'

'না, রাগ করছি না। তুমি আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'আগে প্রেসারটা মাপি তারপর যত ইচ্ছা একা থাকবেন।'

প্রেসার মাপা হল। দেখা গেল প্রেসার স্বাভাবিক। মহসিন বলল, আপনার সমস্যা কি জানেন দুলাভাই? আপনার সমস্যা হচ্ছে — গাম্ভীর্য। একটু সহজ হোন। স্বাভাবিক ভাবে হাসি-তামাশায় জীবন পার করার চেষ্টা করুন। দেখবেন বিড়ালের কথা আর শুনতে পাচ্ছেন না।

'তুমি যাও তো এ ঘর থেকে।'

'যাচ্ছি। কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। রাতে দু'টা খেয়ে ঘুমুবেন। আপনার ঘুম দরকার।'

আফসার সাহেব মীরার উপর খুবই রাগ করলেন। মীরা কাজটি ঠিক করেনি। কেন সে এই ব্যাপারটা জানাচ্ছে? বিড়ালের কথা বুঝতে পারার পুরো ব্যাপারটা যে হাস্যকর তা কি তিনি বোঝেন না? খুব ভাল বোঝেন। তিনি জানেন তাঁর কোনো সমস্যা হয়েছে . . . হয়ত মাথা গরম হয়ে আছে কিংবা কানে কোনো সমস্যা হয়েছে। এটা কি লোকজনকে বলে বেড়ানোর মতো ঘটনা? সব কিছু সবাইকে বলতে নেই এই সাধারণ বুদ্ধি কি মীরার নেই?

দেখা গেল সন্ধ্যা নাগাদ লোকজনে বাড়ি ভরে গেল। ঢাকার আত্মীয়-স্বজনরা অনেকেই এসে গেছেন। সবার মুখে রহস্যময় হাসি। রাগে দুঃখে আফসার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

এমন অবস্থা হবে জানলে তিনি কিছুতেই মীরাকে ব্যাপারটা বলতেন না।

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব সারারাত জেগে কাটালেন। এক ফোটা ঘুম হল না। তন্দ্রামত আসে আর মনে হয় কি ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে। তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন তখনি ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মীরাও রাত জেগেই কাটালেন। মীরা এক সময় বললেন, এত অস্থির হচ্ছ কেন? যদি বিড়ালের কথা বুঝতে পার — পারলে। এতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।

আফসার সাহেব বললেন, আমি যে বিড়ালের কথা বুঝতে পারি তা কি তুমি বিশ্বাস কর?

মীরা বললেন, হ্যাঁ করি।

'না। তুমি বিশ্বাস কর না। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছ।'

'তুমি ঘুমুবার চেষ্টা কর।'

'চেষ্টা করছি — লাভ হচ্ছে না। আমার একি সর্বনাশ হল বল তো?'

'কোন সর্বনাশ হয়নি। দেখবে কাল ভোরেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'কি ভাবে ঠিক হবে?'

'আমি ব্যবস্থা করব।'

'কি ব্যবস্থা করবে?'

'ভোর হোক তখন দেখবে।'

শেষ রাতের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আফসার সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙ্গলো সকাল দশটায়। বাসা খালি। বাচ্চারা স্কুলে চলে গেছে। মীরা নাশতা বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। আফসার সাহেব হাত মুখ ধুয়ে নাশতার টেবিলে বসলেন। আশে পাশে বিড়ালগুলিকে দেখতে পেলেন না। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। মীরা বললেন, আজ অফিসে গিয়ে লাভ নেই। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। বাসায় থাক, রেস্ট নাও।

'আরে না। পরপর দু'দিন কামাই দেয়ার কোন মানে হয় না। ভাল কথা — বিড়ালটা কোথায়?'

'জানি না। আছে নিশ্চয়ই কোথাও। বাদ দাও তো।'

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব অফিসে চলে গেলেন। অফিসে নানান কাজে সময় কেটে গেল। একটা মিটিং ছিল। মিটিং শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে স্বস্তি বোধ করলেন। বিড়াল নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না তবে বুঝলেন — কুদ্দুস এদের বাসা থেকে তাড়িয়েছে। ভালই করেছে। অনেকদিন পর আফসার সাহেব স্ত্রী রুমীকে সঙ্গে নিয়ে টিভি দেখলেন। কি একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভয়ংকর রোগা একটা লোক নানা ধরনের আবোল তাবোল কথা বলে হাসাবার চেষ্টা করছে। আফসার সাহেবের ক্ষমতা থাকলে চড় দিয়ে বদমাশটার সব ক'টা দাঁত ফেলে দিতেন। ক্ষমতা নেই বলে কিছু করতে পারলেন না। রুমী বলল, লোকটা কি রকম মজা করতে পারে দেখলে বাবা? এমন হাসতে পারে।

তিনি হুঁ জাতীয় শব্দ করলেন এবং ভাব করলেন যেন মজা পাচ্ছেন। রাতে দুই মেয়ে যখন স্কুলে কি সব ঘটনা ঘটেছে বলতে শুরু করল সেসবও তিনি মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। রাত দশটায় মহসিন টেলিফোন করল ;

'দুলাভাই ভাল?'

'হ্যাঁ ভাল।'

'বিড়ালের কথা নিশ্চয়ই আর শুনেন নি?'

'না।'

'ভেরী গুড। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ঘুমের ট্যাবলেট দু'টা মনে করে খাবেন।'

'আচ্ছা।'

'এই সঙ্গে আপনাকে একটা ছোট্ট এ্যাডভাইস দিচ্ছি। সব সময় এমন কঠিন ভাব করে থাকবেন না। রিলাক্স করুন। হাসুন, গল্প করুন। সবাইকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান।'

'কোথায় যাব?'

'কক্সবাজার চলে যান। আসলে আপনার যা হয়েছে তা হল — নার্ভ উত্তেজিত হয়েছে। নার্ভ একসাইটেড হলে এসব হতে পারে। রাখি দুলা ভাই?'

'আচ্ছা।'

রাত এগারোটার দিকে হাত মুখ ধুয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে আফসার সাহেব ঘুমুতে গেলেন। ঘুমের ট্যাবলেট খাবার ইচ্ছা ছিল না — এম্নিতেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তবু দু'টা ট্যাবলেট খেলেন। ভাল ঘুম হল। একটানা ঘুম। ঘুম ভাঙ্গল খুব ভোরে। তিনি শোবার ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। রাতে ভাল ঘুম হওয়ায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। বারান্দায় বসে সকাল হওয়া দেখতে তাঁর সব সময়ই ভাল লাগে। এক কাপ চা পেলে হত। চা বানানোর কেউ নেই। সবাই ঘুমুচ্ছে। তিনি নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। চা বানানো এমন কোন কঠিন কর্ম না। পানি গরম করতে পারলেই হল।

চায়ের কাপ হাতে আফসার সাহেব চেয়ারে এসে বসলেন। তখনই মা বেড়ালটাকে দেখতে পেলেন। পিলারের আড়ালে চুপচাপ বসে আছে। বাচ্চা দু'টিও আছে। হ্যাঁ, তারা কথা বলছে। আফসার সাহেব তাদের প্রতিটি কথা বুঝতে পারছেন।

ছোট বিড়াল : মা দেখ ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন।

মা : বললাম না চুপ থাকতে। কথা বলছিস কেন?

ছোট বিড়াল : মা উনাকে জিজ্ঞেস কর তো কেন আমাদের বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে এল?

মা : আহ্ কি যে বোকার মত কথা বলিস। মানুষ কি আমাদের কথা বুঝে? বুঝলে তো সব সমস্যার সমাধানই হতো। মানুষ যদি একবার পশুদের কথা বুঝতো তাহলে পশুদের আর কোন দুঃখ থাকত না।

ছোট বিড়াল : যদি আমাদের কথা বুঝতে পারত তাহলে আমি উনাকে কি বলতাম জান?

মা : কি বলতে?

ছোট বিড়াল : বলতাম — কেন আপনারা আমাদের এমন কষ্ট দিলেন? সারারাত হেঁটে হেঁটে এসেছি। আমরা তো ছোট, আমাদের বুঝি কষ্ট হয় না?

www.MurchOna.org
==

ছোট বিড়াল দু'টির একটি শুধু কথা বলছে। অন্যটি শুয়ে আছে। মা বিড়ালটা একটু পর পর জিভ দিয়ে শুয়ে থাকা বাচ্চাটাকে চেটে দিচ্ছে। এই বিড়ালটা খুবই অসুস্থ। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা বিড়াল তার কানে কানে বলল—

মা বিড়াল ঃ খুব খারাপ লাগছে মা?

অসুস্থ বিড়াল ঃ হ্যাঁ।

মা ঃ ক্ষিধে লেগেছে?

অসুস্থ বিড়াল ঃ হ্যাঁ।

মা ঃ আমার লক্ষী সোনা। চুপ করে শুয়ে থাক। দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।

অসুস্থ বিড়াল ঃ মা, আমরা কি লুকিয়ে থাকব?

মা ঃ লুকিয়ে থাকাই ভাল। দেখতে পেলে ওরা হয়ত আবার আমাদের বস্তায় ভরে দূরে কোথায়ও ফেলে দিয়ে আসবে।

অসুস্থ বিড়াল ঃ মানুষরা এমন কেন?

মা ঃ পৃথিবীটা তো মা মানুষরাই দখল করে নিয়েছে। পৃথিবী এখন চলছে ওদের ইচ্ছামত।

অসুস্থ বিড়াল ঃ পৃথিবী ওরা দখল করে নিয়েছে কেন মা?

মা ঃ ওদের বুদ্ধি বেশী।

অসুস্থ বিড়াল ঃ আমাদেরও তো মা বুদ্ধি বেশী। তোমার মত বুদ্ধি তো কারোই নেই।

মা ঃ আমাদের বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না রে মা। আর কথা বলিস না। তোর শরীর দুর্বল।

অসুস্থ বিড়াল ঃ মা ঐ ভদ্রলোক কি খাচ্ছেন?

মা ঃ চা খাচ্ছেন।

অসুস্থ বিড়াল ঃ আমার একটু চা খেতে ইচ্ছা করছে মা।

মা ঃ ইচ্ছা করলেই তো খাওয়া যায় না সোনা।

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব উঠে পড়লেন। ফ্রীজ খুলে দুধ বের করলেন। বাটিতে দুধ ঢাললেন। কয়েক টুকরা পাউরুটি নিলেন। খানিকটা জেলীও পিরিচের এক কোণায় দিলেন। খাবারগুলি পিলারের কাছে রাখলেন। চায়ের কাপে সামান্য চা ছিল। একটা পিরিচে তাও ঢেলে এগিয়ে দিলেন।

ছোট বিড়াল ঃ মা উনি এসব করছেন কেন?

মা ঃ বুঝতে পারছি না।

ছোট বিড়াল ঃ উনি কি আমাদের খেতে দিচ্ছেন?

মা ঃ তাই তো মনে হচ্ছে।

ছোট বিড়াল ঃ আমরা কি খাব?

মা ঃ একটু অপেক্ষা করে দেখি।

ছোট বিড়াল ঃ আমার ভয় ভয় লাগছে মা। আমার মনে হচ্ছে খেতে যাব আর ওম্নি উনি আমাদের ধরে বস্তায় ভরবেন।

মা ঃ অন্যের সম্পর্কে এত ছোট ধারণা করতে নেই মা। এতে মন ছোট হয়। উনি ভালবেসে খেতে দিয়েছেন এসো আমরা খাই।

তারা তিনজনই এগিয়ে গেল। ছোট বিড়াল দু'টি এক সঙ্গে দুধের বাটিতে জিভ ভেজাতে লাগল। মা বিড়াল বিরক্ত হয়ে বলল, তোমরা দেখি ভদ্রতা কিছুই শিখলে না। উনাকে ধন্যবাদ দেবে না? ধন্যবাদ দাও। ছোট বিড়াল দু'টি একসঙ্গে বলল, ধন্যবাদ।

'খাওয়া শেষ করে আর একবার ধন্যবাদ দেবে।'

'আচ্ছা।'

ছোট বিড়ালটা বলল, পিরিচের গায়ে লাল রঙের এই জিনিসটা কি মা?

'এর নাম জেলী, রুটি দিয়ে খায়। তোমাদের জেলী খাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন মা?'

'এতে দাঁত খারাপ হয়।'

এই পর্যায়ে মীরা শোবার ঘর থেকে বের হলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আফসার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, তুমি কি বিড়ালগুলিকে বস্তায় ভরে ফেলে দিতে বলেছিলে?

www.MurchOna.org
==

মীরা বললেন, তোমাকে কে বলল?

'ফেলে দিতে বলেছিলে কি বলনি?'

'হ্যাঁ বলেছিলাম।'

'খুব অন্যায় করেছ।'

'অন্যায় করব কেন? এর আগেও তো একবার বস্তায় ভরে বিড়াল ফেলা হয়েছে। সেবার তো তুমিই ফেলতে বলেছিলে। বলনি?'

'আর ফেলবে না।'

'এদেরকে কি তুমিই খাবার দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো কি তুমি এদের কথা বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

মীরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল ব্যাপারটাকে আর অবহেলা করা ঠিক হবে না। কোন একজন ডাক্তারের কাছে তাঁকে নিতে হবে। কোন বড় মনোবিজ্ঞানী যিনি ব্যাপারটা বুঝবেন।

নাশতার টেবিলে মীরা বললেন, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে যদি কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাই তুমি যাবে?

'সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে কেন যাব? তোমার কি ধারণা আমি পাগল?'

'না, তুমি পাগল না। আবার ঠিক সুস্থও না। কোন সুস্থ মানুষ কখনো বলবে না সে বিড়ালের কথা বুঝতে পারছে।'

আফসার সাহেব কোন উত্তর দিলেন না।

মীরা বললেন, তুমি অফিসে চলে যাও। ঘরে বসে বসে বিড়ালের কথা শুনলে হবে না। এই সব নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবে না। সন্ধ্যাবেলা আমরা একজন বড় ডাক্তারের কাছে যাব।

'ঠিক আছে যাব। কিন্তু বিড়ালগুলিকে তুমি তাড়াবে না। দুপুরে আলাদা করে খেতে দেবে। রাতেও খেতে দেবে। মনে থাকে যেন।'

'তোমার কি মনে হয় না তুমি বাড়াবাড়ি করছ?'

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব শীতল গলায় বললেন, না আমি বাড়াবাড়ি করছি না।

পাগলের ডাক্তারদের চেহারায় না হোক চোখে খানিকটা পাগল পাগল ভাব থাকে। তারা সহজভাবে আলাপ আলোচনা করতে করতে দুম করে কঠিন কোন কথা বলে সরু চোখে রুগীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথাবার্তা বলতে হয় বিছানায় শুয়ে। পাগলের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্ট সম্পর্কে আফসার সাহেবের এই ছিল ধারণা। তিনি এমন একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবেন এ জাতীয় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। যার সঙ্গে দেখা হল তাঁকে দেখে মোটামুটি হতাশই হলেন। লুঙ্গী পরা আধবুড়ো একজন লোক যে দরজা খুলেছে খালি গায়ে এবং তাঁদের দেখেই ব্যতিবস্ত হয়ে সার্ট খুঁজতে শুরু করেছে। আলনায় বেশ কয়েকটা সার্ট এক জায়গায় রাখা। একটা নিতে গিয়ে ভদ্রলোক সব ক'টা ফেলে দিলেন। যে সার্ট গায়ে দিলেন তার সবগুলি বোতাম শাদা রঙের কিন্তু মাঝখানের একটা বোতাম কাল।

ভদ্রলোক বিব্রত গলায় বললেন, আসুন আসুন। আপনাদের সাতটার সময় আসার কথা ছিল না?

মীরা বললেন, একটু আগে এসে পড়েছি। বাসা খুঁজে পাব কি-না বুঝতে পারছিলাম না এই জন্যে সকাল সকাল রওনা হয়েছিলাম। আগে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেলিনি তো?

'জ্বি-না। কোন অসুবিধা নেই। বসুন আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।'

ভদ্রলোক তাঁদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছোট একটা কেতলী হাতে বের হয়ে গেলেন। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল, পরণে লুঙ্গী। সেই লুঙ্গীও যে খুব ভদ্রভাবে পরা তা না। মনে হচ্ছে যে কোন সময় কোমর থেকে খুলে আসবে।

আফসার সাহেব বললেন, এই তোমার সাইকিয়াট্রিস্ট?

www.MurchOna.org

মীরা বললেন, হ্যাঁ। তাঁর পোশাক আশাক দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। উনি বিখ্যাত ব্যক্তি। নাম বললেই চিনবে — উনি মিসির আলি।

'মিসির আলি আবার কে?'

'মানসিক সমস্যার বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর মত মানুষ এখনো জন্মায়নি। অতি বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'অতি বিখ্যাত ব্যক্তির হাল তো দেখছি ফকিরের মত। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে — খেতে পান না।'

'উনি কখনো কারও কাছে থেকে কোন টাকা পয়সা নেন না।'

'চলে কি করে?'

'আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যারা সাইকোলজী পড়াতেন। এখন চাকরি চলে গেছে। শুনেছি টিউশানী করেন।'

আফসার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি কিছু মনে করো না। যত বিখ্যাত ব্যক্তিই হোক আমার কিন্তু তাঁর উপর বিন্দুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা হচ্ছে না।

'ভক্তি-শ্রদ্ধার তো কোন ব্যাপার নেই। তুমি তোমার সমস্যার কথা বলবে — ফুরিয়ে গেল।'

'আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কথাই বলব না। উনি চা আনতে গেছেন। চা এলে চা খাব। চলে যাব।'

'আচ্ছা এখন বস।'

'কোথায় বসব? বসার জায়গা কোথায়?'

ঘরে বসার জায়গা আসলেই নেই। দু'টি চেয়ারের একটার উপর কেরোসিন কুকার। অন্যটির উপর গাদা খানিক বই। বিছানায় বসা যায়। তবে সেই বিছানায় চাদরের উপর কি কারণে জানি খবরের কাগজ বিছানো। বসতে হলে খবরের কাগজের উপর বসতে হয়।

আফসার সাহেব বিরক্ত মুখে খবরের কাগজের উপর বসলেন। মীরা বসলেন স্বামীর পাশে। মিসির আলির নামের সঙ্গে মীরার পরিচয় আছে। মুখোমুখি এই প্রথম দেখলেন। মীরার ভাই মহসিন ঠিকানা দিয়েছে। এবং বলেছে — এই লোকের চেহারায় বিভ্রান্ত না হতে।

www.MurchOna.org

মিসির আলি চায়ের কেতলী এবং তিনটা কাপ হাতে ঢুকলেন। কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, আফসার সাহেব আপনি কেমন আছেন?

'ভাল। আমার নাম জানলেন কি করে?'

'আপনার শ্যালক মহসিন সাহেব, উনিই আপনার নাম বলেছেন। আপনার সমস্যা কি তার আভাসও দিয়েছেন। এখন আপনি বলুন, সমস্যাটা আপনার মুখ থেকে শুনি।'

'ও যা বলেছে তাই। নতুন করে আমার কিছু বলার নেই।'

মিসির আলি হাসি মুখে বললেন — যে কোন কারণেই হোক, আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না। সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আমি সম্ভবত আপনাকে ইমপ্রেস করতে পারি নি। এটা নতুন কিছু না। সবার ক্ষেত্রে ঘটে। তখন আমি কি করি জানেন? এমন কিছু করি যাতে আমার উপর বিশ্বাস ফিরে আসে। কারণ পুরোপুরি বিশ্বাস না আসা পর্যন্ত আমি কোন সাহায্য করতে পারি না। যেই মুহূর্তে আমার উপর আপনার পরিপূর্ণ আস্থা আসবে সেই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার কথা মন দিয়ে শুনবেন। আমার যুক্তি গ্রহণ করবেন।

আফসার সাহেব বললেন, তাহলে বিশ্বাস অর্জনের জন্য কিছু করুন।

'পারছি না। সব সময় পারি না।'

আফসার সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, মীরা চল যাই। মীরা দুঃখিত গলায় বললেন, তুমি উনাকে কিছুই বলবে না?

'না।'

'সমস্যাটা নিজের মুখে বলতে অসুবিধা কি?'

আফসার সাহেব কঠিন দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চল যাই। আমার শরীর ভাল লাগছে না। বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকব। তাছাড়া আমার কোন সমস্যাও নেই।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সহজ গলায় বললেন, চলুন আপনাদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

'তার প্রয়োজন হবে না।'

www.MurchOna.org

'অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজ আমি করি। আপনাদের জন্যে চা আনার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু এনেছি। চা অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছে। চা-টা যেন গরম থাকে এজন্যে ছুটতে ছুটতে এসেছি। চা গরম ছিল না?'

আফসার সাহেব একটু বিব্রত বোধ করলেন। মীরা আবার বললেন — বস না। কিছু বলতে না চাইলে বলবে না। দু' মিনিটের জন্য বস।

আফসার সাহেব বসলেন।

মিসির আলি বললেন, আমার ধারণা অফিসে চাকরি সম্পর্কিত বড় রকমের সমস্যায় আপনি আছেন। সম্ভবত আপনার চাকরি চলে গেছে। এটা কি ঠিক?

মীরা ভয়ংকরভাবে চমকে উঠলেন।

আফসার সাহেব চমকালেন না। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মিসির আলির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে চাকরি এখনো যায় নি। হয়ত শিগগীরই চলে যাবে। অফিসের মালিকপক্ষের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই বনিবনা হচ্ছিল না। গত দু' মাসে তা চরম আকার নিয়েছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে হয় ওরা আমাকে ছাড়িয়ে দেবে নয়তো আমি রিজাইন করব।

মীরা ক্ষীণ গলায় বললেন, এইসব কিছুই তো তুমি আমাকে বলনি।

আফসার সাহেব বললেন, তোমাকে বলার সময় হয়নি বলেই বলিনি। সময় হলে নিশ্চয়ই বলতাম।

'এত বড় একটা ব্যাপার তুমি গোপন করে রাখবে?'

'হ্যাঁ রাখব।'

আফসার সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এই ব্যাপার আপনি কি করে অনুমান করলেন?

'খুব সহজেই অনুমান করেছি। যখন কোন মানসিক সমস্যা যখন হয় তখন তার পেছনে কিছু না কিছু কারণ থাকে। পারিবারিক অশান্তি, চাকরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। একটা ছোট বাচ্চা যখন পরিবারের কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় না, যখন সে দেখে বাবা-মা সারাক্ষণ ঝগড়া করছেন তখন সে কথা বলা শুরু করে টবের ফুলগাছের সঙ্গে। এমনভাবে কথা বলে যেন ফুলগাছটা তার কথা শুনছে, কথার জবাব দিচ্ছে। আসলে এ রকম কিছু ঘটছে না।'

www.MurchOna.org

'আপনার ধারণা আমি বিড়ালের কথা বুঝতে পারি না? আমি যা বলছি বানিয়ে বানিয়ে বলছি?'

'না আমি তেমন কিছু ধারণা করছি না। আপনি যা বলছেন তাই বিশ্বাস করছি। সেই বিশ্বাস থেকেই আমি এগোব।'

'এবং এক সময় আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে আমি যা বলছি তা ভুল।'

'তা–ও না। আমি সত্য যা তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। আপনি সহজ হয়ে বসুন। সহজভাবে আমার কথার জবাব দিন। সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাকে সাহায্য করুন। আমি আপনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ বোধ করছি।

'কেন?'

'কারণ আপনি যা বলছেন তা আগে কেউ বলেনি। কিছু কিছু পীর–দরবেশের কথা আমরা বইপত্রে পাই যাঁরা দাবী করতেন পশু–পাখির কথা বুঝতে পারেন, কিন্তু সেই দাবীর পক্ষে তেমন কোন প্রমাণ পাই না। একজন অতি বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসকের কাহিনী আছে যিনি গাছপালা থেকে অষুধ তৈরী করতেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গল্প হচ্ছে — তিনি গাছের কথা বুঝতে পারতেন। তিনি পথ দিয়ে যখন হেঁটে যেতেন, গাছ তাঁকে ডেকে বলত — তুমি আমার পাতা ছিড়ে নিয়ে যাও। পাতার রস বের করে শ্বাসকষ্টের রুগীকে মধু মাখিয়ে খেতে দাও। রোগ আরোগ্য হবে। প্রাচীন ভারতের ঐ চিকিৎসকের নাম গল্পে আছে মহাদেব একবার রাগে অন্ধ হয়ে ব্রহ্মার মাথা কেটে ফেলেছিলেন। কোন উপায় না দেখে পৃথিবী থেকে অশ্বিনীকুমারকে দেবলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেই ছিন্ন মস্তক জোড়া লাগান।

আফসার সাহেব বললেন, আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি?

'অবশ্যই পারেন। ইচ্ছা করলে আমাকে একটা দিতেও পারেন।'

আফসার সাহেব সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। মীরা লক্ষ্য করলেন, আফসার সাহেব অনেকটা সহজ হয়ে এসেছেন। মুখের কাঠিন্য কমে গেছে। মীরা মিসির আলি নামের লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। এই লোক আর কিছু পারুক না পারুক তার স্বামীর প্রাথমিক কাঠিন্য ভেঙ্গে দিয়েছেন। এটি কম কথা না। তাছাড়া লোকটির কথা বলার ভঙ্গিও তাঁর ভাল

www.MurchOna.org

লাগল। কথাবার্তায় কোন সবজান্তা ভঙ্গি নেই। পা উঠিয়ে ছেলে মানুষের মত বসে আছেন। কথা বলার সময় হাত নাড়ছেন। তাঁর সামনে রাখা চায়ের কাপে এক ফোটা চা নেই। অনেক আগেই চায়ের শেষ বিন্দুটিও তিনি শেষ করেছেন। অথচ বেচারার সেটা খেয়াল নেই। খালি চায়ের কাপেই ক্রমাগত চুমুক দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে চুমুক দেবার আগে চায়ের কাপে ফুঁ দিচ্ছেন। ভাবটা এমন যে গরম চা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হচ্ছে।

মিসির আলি খাট থেকে নামতে নামতে বললেন, আফসার সাহেব আমি ছোট একটা ক্যাসেট প্লেয়ার জোগাড় করেছি। সেখানে বিড়ালের কথা টেপ করা আছে। আপনাকে তা শোনাব এবং আপনি বলবেন — বিড়াল কি বলছে। পারবেন না ?

'অবশ্যই পারব।'

'আজ শুধু এই পরীক্ষাটাই করব, তারপর অন্য পরীক্ষা অন্য সময়ে করা হবে।'

আফসার সাহেব বললেন — আমি টেপ শুনে যদি বলি বিড়াল এই কথা বলছে তাহলে তা আপনার বোঝার উপায় নেই আমি ভুল বলছি না সত্যি বলছি।

'বোঝার উপায় আছে।'

'কি উপায় ? আপনি নিশ্চয়ই বিড়ালের কথা বুঝেন না।'

'তা বুঝি না। তারপরেও উপায় আছে — আচ্ছা এখন মন দিয়ে শুনুন — '

টেপ খানিকক্ষণ বাজানো হল। একটা বিড়ালের ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও শোনা যাচ্ছে। আফসার সাহেব তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে শুনলেন। টেপ বাজানো শেষ হল। মিসির আলি বললেন — বলুন, বিড়ালটা কি বলল।

'বুঝতে পারি নি।'

'কিছুই বুঝতে পারেন নি ?'

'জ্বি–না।'

'ভাল কথা — এখন অন্য একটা শুনুন। খুব মন দিয়ে শুনুন। একই বিড়ালের কথা। ভিন্ন সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে।'

আফসার সাহেব শুনলেন। তাঁর মুখে হতাশার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ এবারো তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না। কিছুই না। বিড়ালের সাধারণ ম্যাঁয়াও।

www.MurchOna.org

'কিছু বুঝলেন?'

'জ্বি–না।'

'কিছুই না?'

'না।'

'আরো একটি অংশ শুনাচ্ছি। দেখুন এটা বুঝতে পারেন কি–না। এবার অন্য বিড়াল, আগেরটা না।'

আফসার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, আমার মনে হয় না কিছু বুঝতে পারব। এরকম হচ্ছে কেন কে জানে।

'খুব মন দিয়ে শুনুন।'

তিনি শুনলেন। কিছুই বুঝলেন না। মিসির আলি বললেন, তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিড়ালের কথা টেপ করা হয়েছে। প্রথমবার বিড়ালকে দুধ খেতে দিয়ে গায়ে–মাথায় হাত বুলানো হয়েছে। সে যখন শব্দ করেছে যখন তা টেপ করা হল। দ্বিতীয়বার তাকে একটা সুঁচালো কাঠি দিয়ে খোঁচা দেয়া হচ্ছিল। তৃতীয়বারে অন্য একটা বিড়ালকে ভয় দেখানো হচ্ছিল।

আফসার সাহেব বিষণ্ণ গলায় বললেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করছেন। ধরেই নিয়েছেন আমি মিথ্যা করে বলেছি — বিড়ালের কথা বুঝতে পারি।

'আমি এত দ্রুত এবং এত সহজে কোন সিদ্ধান্তে আসি না। আমি এখনো ধরে নিচ্ছি আপনি বিড়ালের সব কথা বুঝতে পারেন। এই মুহূর্তে হয়ত পারছেন না। আপনাকে আমি যা করতে বলব তা হচ্ছে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করবেন। বিড়াল নিয়ে খুব বেশী ভাববেন না, আবার খুব কমও ভাববেন না। খাওয়া–দাওয়া করবেন। নিয়মিত অফিসে যাবেন। অফিসের সমস্যা মেটাতে চেষ্টা করবেন। যদি না মেটে তাতেও ক্ষতি নেই। সব পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে।'

মীরা বললেন, ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে কেমন হয়? যেমন ধরুন, কক্সবাজারে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম।

মিসির আলি বললেন, আমি তার প্রয়োজন দেখছি না। সমস্যা থেকে দূরে সরে যাওয়া সমস্যা সমাধানের কোন পথ না। সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হয় সমস্যার ভেতরে থেকে।

আফসার সাহেব বললেন, আমরা কি এখন উঠব?

'জ্বি, নিশ্চয়ই উঠবেন। আর শুনুন আফসার সাহেব, আপনি এখন এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছেন। এই ঘোর ঘোর ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।'

'আমি ঘোরের মধ্যে আছি এটা কেন বলছেন?'

'এটা বলছি কারণ আপনার চারপাশে কি ঘটছে তা আপনি দেখছেন না। তাকিয়ে আছেন কিন্তু কিছুই আপনার চোখে পড়ছে না। আমি দীর্ঘ সময় ধরে একটা খালি কাপে চুমুক দিচ্ছি। মাঝে মাঝে এমন ভাব করছি যে গরম চা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিচ্ছি। ব্যাপারটা আপনার চোখেও পড়েনি। অথচ আপনার স্ত্রী ঠিকই ধরেছেন। খালি কাপে চুমুক দেয়ার ব্যাপারটা ছিল ইচ্ছাকৃত। আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য এটা করতে হয়েছে।'

এই প্রথমবারের মত আফসার সাহেবের মনে হল — তাঁর সামনে বসে থাকা রোগা এবং মোটামুটি কুদর্শন মানুষটি অসম্ভব বুদ্ধিমান। এই মানুষটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে। এ জাতীয় মানুষের সঙ্গে এর আগে তাঁর পরিচয় হয় নি। তিনি বললেন, উঠি মিসির আলি সাহেব?

মিসির আলি বললেন, চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই — এগিয়ে দিয়ে আসি।

'এগিয়ে দিতে হবে না।'

'আমি এমনিতেও বেরুব। বিসমিল্লাহ হোটেল বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে -- আমি রাত ন'টায় সেখানে ভাত খেতে যাই।'

মীরা বললেন, আপনি কি একা থাকেন?

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে কি কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, না। বিখ্যাত মানুষদের লোকজন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিরক্ত করে। আমি বিখ্যাত কেউ নই। আমার ব্যক্তিগত জীবন এতই সাধারণ যে প্রশ্ন করার কিছুও নেই।

www.MurchOna.org

৩

আফসার সাহেব তিনদিন পর অফিসে এসেছেন। এই তিনদিনে অনেক কাগজপত্র তাঁর টেবিলে জমা থাকার কথা। তিনি টেবিলে কোন কাগজপত্র দেখলেন না। এটাকে মোটামুটি অস্বাভাবিক ব্যাপার বলা যেতে পারে। তাঁর মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হল। সেই সন্দেহ নিজের মনেই চেপে রাখলেন ।

অফিসে তাঁর চেয়ারে বসার পর পর তিনি দুধ ছাড়া এক কাপ চা খান। এই চা তাঁর বেয়ারা নাজিম বানিয়ে দেয়। পানি গরম করাই থাকে। তিনি অফিসে ঢোকামাত্র — কাপে টি ব্যাগ দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়।

অপ্রয়োজনীয় কোন কথা তিনি নাজিমের সঙ্গে বলেন না। শুধু নাজিম কেন কারো সঙ্গেই বলেন না। তাঁর মতে অফিস হচ্ছে কাজকর্মের জায়গা, গল্পগুজবের আখড়া না। আজ আফসার সাহেব নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। নাজিম চায়ের কাপ নামিয়ে রাখামাত্র হাসিমুখে বললেন, কেমন আছ নাজিম?

নাজিম বিস্মিত হয়ে বলল, ভাল আছি স্যার।

ভালো থাকলেই ভাল। তুমি থাক কোথায়?'

'পুরানা পল্টন।'

'বাসায় কে কে আছে?'

'স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর আমার মা।'

'তোমাদের বাসায় কোন বিড়াল আছে না-কি?'

নাজিম এই প্রশ্নের কোন মানে বুঝতে পারল না। তার বাসায় বিড়াল আছে কি-না এটা স্যার কেন জিজ্ঞেস করলেন? আফসার সাহেব দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি করেলন, কি আছে বিড়াল?

'জ্বি স্যার, একটা আছে?'

'কত বড়।'

নাজিম এই প্রশ্নেরও কোন মানে বুঝল না। বিড়াল কত বড় তার মানে আবার কি? বিড়াল তো বিড়ালের মতো বড়ই হবে। একটা বিড়াল তো আর

www.MurchOna.org

বাঘের মত বড় হবে না, কিংবা ইঁদুরের মত ছোটও হবে না। নাজিম ক্ষীণ স্বরে বলল, বিড়ালের কথা জিজ্ঞাস করতেছেন কেন স্যার?

আফসার সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, এম্নি জিজ্ঞেস করছি — বিড়াল সম্পর্কে একটা বই পড়ছিলাম তো। পড়তে পড়তে হঠাৎ . . . আচ্ছা এখন যাও।

বিড়াল সম্পর্কে তিনি যে বই পড়ছেন এই ঘটনা সত্যি। তিনি ভেবে রেখেছিলেন বিড়াল বিষয়ে যেখানে যত বই পাবেন, পড়বেন। সমস্ত নিউ মার্কেট ঘেঁটে একটামাত্র বই পেয়েছেন। উইলিয়াম বেলফোর্ডের "ক্যাট ফ্যামিলি : বিহেভিয়ারেল স্টাডিজ।" সে বই-এ বিড়াল সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই নেই। বাঘ, চিতাবাঘের কথায় পাতা ভর্তি। সুন্দর সুন্দর রঙ্গিন ছবি — আসল ব্যাপার কিছু নেই।

নাজিম এসে ঢুকল। ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার।

বই থেকে মুখ তুলে আফসার সাহেব বললেন, কি ব্যাপার?

'বড় সাহেব আপনেরে সালাম দিছেন।'

বই বন্ধ করে আফসার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ডেল্টা শিপিং করপোরেশনের বড় সাহেবের নাম ইসহাক জোয়ারদার। ছোটখাট মানুষ। মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। আফসার সাহেবকে তিনি দু' চোখে দেখতে পারেন না। অবশ্যি কথায় বার্তায় তা কখনো বুঝতে দেন না।

'স্যার ডেকেছেন?'

ইসহাক সাহেব হাসিমুখে বললেন, গল্পগুজব করার জন্যে ডেকেছি। কেমন আছেন বলুন। শরীর ঠিক আছে?

'জ্বি।'

'তিনদিন অফিসে আসেননি, তাই ভাবলাম কোন সমস্যা কি-না।'

'জ্বি-না স্যার কোন সমস্যা নেই।'

'আপনার এক আত্মীয়ের সঙ্গে পার্টিতে দেখা। তাঁকে আপনার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল।'

'কেন?'

'বলছিল — আপনার মাথায় কোন সমস্যা হয়েছে। আপনি না-কি বলে বেড়াচ্ছেন বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন?'

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন। ভেবে পেলেন না ঘটনা এত দ্রুত ছড়াচ্ছে কি ভাবে? মনে হচ্ছে সপ্তাহ খানেকের ভেতর ঢাকা শহরের সব লোক জেনে যাবে। পত্রিকার লোক আসবে ইন্টারভ্যু নেয়ার জন্য। বলা যায় না টিভির কোন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানেও তাঁর ডাক পড়তে পারে। টিভি প্রযোজক একটা বিড়াল নিয়ে স্টুডিওতে উপস্থিত হবেন। চিকন গলায় বলবেন — সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, এবার আপনাদের জন্যে রয়েছে এক বিশেষ ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। আজ আমরা স্টুডিওতে এমন এক ব্যক্তিত্বকে এনেছি যিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন বলে দাবী করেন। সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বকে হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আপনাদের অনুরোধ করছি। তালি পড়ছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে . . .

আফসার সাহেবের চিন্তার সূতা ছিড়ে গেল। ইসহাক সাহেব বললেন, বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন বলে যা শুনছি তা–কি সত্যি?

'জ্বি স্যার সত্যি।'

'আই সি, ভেরী ইন্টারেস্টিং। শুধু কি বিড়ালের কথাই বুঝতে পারেন? না কুকুর, গরু, গাধা, ভেড়া, ছাগল সবার কথাই বুঝতে পারেন?'

'বিড়ালের ব্যাপারটা জানি। অন্যগুলি পরীক্ষা করে দেখিনি।'

'আপনি একটা কাজ করুন না কেন? খাতা এবং পেনসিল নিয়ে চিড়িয়াখানায় চলে যান। যে সব প্রাণীর কথা আপনি বুঝতে পারেন তাদের নামের বিপরীতে একটা করে টিক চিহ্ন দিন। আমার ধারণা, বিড়ালের কথা যখন বুঝতে পারছেন অন্যদেরটাও ইনশাআল্লাহ্ পারবেন।'

আফসার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্যার, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'সরি — তা একটু ঠাট্টা অবশ্যি করেছি। ক্ষমা করবেন। আমি যদি বলতাম বিড়ালের কথা বুঝতে পারছি তাহলে আপনিও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন।'

'না আমি করতাম না।'

'হয়ত বা করতেন না। যাই হোক, আমি করে ফেলেছি। তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি এক কাজ করুন — অফিস থেকে দিন দশেকের ছুটি নিন।'

'আমার ছুটির প্রয়োজন নেই।'

www.MurchOna.org

'আমার মনে হয় প্রয়োজন আছে। আপনি ছুটি নিন। সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে ভালমত চিকিৎসা করান। নয়ত কিছুদিন পর বলা শুরু করবেন — আপনি পিঁপড়ার কথাও বুঝতে পারছেন। আমি ছুটির ব্যবস্থা করে রেখেছি। যদি চান আমি কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানাও আপনাকে দিতে পারি।'

'আমি স্যার তার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'আপনি হয়ত করছেন না। আমি করছি —। আমি এমন কাউকে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিতে পারি না যে পশুদের কথা বুঝতে পারে। আমার এমন অফিসার দরকার যে মানুষের কথা বুঝতে পারবে। আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের মধ্যে বেশীরভাগই মানুষের কথা বুঝতে পারি না।'

আফসার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

'ইসহাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, চলে যাচ্ছেন না-কি?'

'জ্বি, চলে যাচ্ছি। আপনার অত্যন্ত অপমানসূচক কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না।'

'কি করবেন বলুন আমি তো আর বিড়াল না। বিড়াল হলে হয়ত আমার কথাগুলি খুব অপমানসূচক মনে হত না।'

আফসার সাহেব নিজের ঘরে ঢুকলেন। অসহ্য রাগে শরীর কাঁপছে। রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। রীতিমত বমি এসে যাচ্ছে। এই মানুষটি তাঁকে এ জাতীয় অপমান আগেও করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। এত অপমানের ভেতর চাকরি করার কোন মানে হয় না। কোন মানে হয় না। তাঁর কিছু সঞ্চয় আছে। মীরপুরে জায়গা কিনে রেখেছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লাখ তিনেক টাকা পাবার কথা। বয়স এমন কিছু হয়নি। চেষ্টা-চরিত্র করলে আরেকটা চাকরি কি জোগাড় করতে পারবেন না? তিনি কাজ জানেন। জাহাজ চলাচল জাতীয় যে কোন প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরি পাবার কথা।

তিনি পি.এ-কে ডেকে রেজিগনেশন লেটার ডিকটেট করলেন। ড্রাফট দেখে দু'টা বানান ঠিক করলেন। চিঠি টাইপ করে আনতে পাঠালেন। পি.এ সাধারণত কোন কাজই দ্রুত করে না। এই কাজটা সে অত্যন্ত দ্রুত করল। তিনি চিঠিতে সই করলেন। সই করার পর তাঁর গায়ের জ্বালা খানিকটা কমল। মন শান্ত হল। নাজিমকে চা বানাতে বললেন। নাজিম চা বানিয়ে আনল।

www.MurchOna.org

'নাজিম !'

'জ্বি স্যার।'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছি নাজিম।'

'স্যার শুনেছি।'

'কার কাছে শুনলে?'

'পি.এ স্যার চিঠি টাইপ করছিলেন। সবাইকে বলেছেন।'

'ও সবাই তাহলে জানে। ভাল, জানলেই ভাল।'

আফসার সাহেব বিস্মিত হলেন। সবাই জানে অথচ কেউ এসে তাকে বলল না রেজিগনেশন লেটার না দেবার জন্যে। এরা কেউ কি তাঁকে পছন্দ করে না? মানুষ হিসেবে তিনি কি এই সামান্য সহানুভূতিটুকুও পেতে পারেন না? দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। কাজে ফাঁকি দেননি। দশটায় অফিসে আসার কথা, দশটায় এসেছেন। পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। কোনদিন পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে অফিস ছেড়ে যান নি।

'নাজিম !'

'জ্বি স্যার।'

'চা ভাল হয়েছে, তুমি এখন যাও।'

আফসার সাহেব রেজিগনেশন লেটার পি.এ-র হাতে জমা দিয়ে অফিস ছেড়ে বের হলেন। তখনো দুপুরে লাঞ্চের সময় হয় নি। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা ছিল শেষ মুহূর্তে হয়ত সবাই এসে ভীড় করবে। তাও কেউ করল না।

তিনি দুপুরে কিছু খেলেন না। বাসায়ও ফিরে গেলেন না। দীর্ঘ সময় রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলেন। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পার্কে ঢুকলেন বিশ্রামের জন্যে। দীর্ঘ আট বছর পর পার্কে এলেন। ঢাকা শহরের পার্কগুলি যে এখনো এত সুন্দর আছে তা তিনি ভাবেন নি। পার্কে বসে থাকতে তাঁর ভালই লাগল। কিছুক্ষণ আগে ভাল একটা চাকরি ছেড়ে এসেছেন এই নিয়ে তাঁর মনে কোন অনুশোচনা বোধ হল না। বরং এক ধরনের শান্তি অনুভব করলেন। পার্কে বসেই ঠিক করলেন আজ অন্যদিনের মত সাড়ে পাঁচটায় বাসায় উপস্থিত হবেন না। নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন। একটা ছবি দেখলে কেমন হয়? ছাত্রজীবনে প্রচুর সিনেমা দেখতেন।

www.MurchOna.org

গত দশ বছরে একটাও দেখেন নি। সিনেমা হলে ঢুকে ছবি দেখতে কেমন লাগে কে জানে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন রাত এগারোটায়। শীতের দিনে রাত এগারোটা মানে অনেক রাত। মীরা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেছেন। চারদিকে খোঁজ-খবর করছেন। কেউ কিছু বলতে পারছে না। মীরা ভেবে রেখেছেন সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দেখবেন। তারপর হাসপাতালে হাসপাতালে খোঁজ নেয়া শুরু করবেন।

আফসার সাহেবকে দেখে আনন্দে তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেল। সুমী, রুমী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। সুমী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কোথায় ছিলে বাবা?

আফসার সাহেব হাসিমুখে বললেন, একটা ছবি দেখলাম।

'কি দেখলে?'

'বলাকা সিনেমা হলে একটা সিনেমা দেখলাম।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'কি নাম ছবির?'

'ভাবীর সংসার।'

'কি আছে ছবিতে?'

'মারামারি, কাটাকাটি গান-বাজনা, নাচ সবই আছে। কিছুই বাদ নেই।'

মীরা দীর্ঘ সময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বললেন, হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আস। তোমার জন্যে আমরা সবাই না খেয়ে বসে আছি।

খাবার টেবিলে বসেই আফসার সাহেব বললেন, বিড়ালকে খেতে দিয়েছ? মীরা শীতল গলায় বললেন, ঐ সব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

'বিড়ালকে কি খাবার দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালমত দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ভালমতই দেয়া হয়েছে। তুমি ভাত খাও তো?'

www.MurchOna.org
==

'কেন জানি খেতে ইচ্ছা করছে না। এক গ্লাস দুধ দাও। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

'ভাত সত্যি খাবে না?'

'না।'

মীরা গ্লাসে করে দুধ নিয়ে এলেন। দুধের গ্লাস রাখতে রাখতে ইংরেজীতে বললেন — শুনলাম তুমি না-কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?

'হ্যাঁ। কার কাছে শুনলে?'

'অফিস থেকে টেলিফোন করে জানিয়েছে।'

'ও।'

'এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে করলে না?'

জিজ্ঞেস করা তো অর্থহীন সিদ্ধান্ত নেব আমি। এই সিদ্ধান্ত তুমি তো নিতে পারবে না।'

'সংসার চলবে কি ভাবে?'

'অসুবিধা হবে না, চলবে।'

'এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এখন তো আর আট হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পাবে না? দু'কামরার একটা ঘুপসি ঘর নিতে হবে।'

'নেব। মানুষের দিন তো সব সময় সমান যায় না। এখন আমার দিন খারাপ যাচ্ছে।'

আফসার সাহেব দুধের গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালেন। মীরা বললেন, কোথায় যাচ্ছ?

'তোমার খাওয়া শেষ কর। আমি বারান্দায় বসি।'

'আমাদের সঙ্গে বস না।'

'এখন বসতে ইচ্ছা করছে না। একটু একা একা থাকি।'

বারান্দায় বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিড়ালটাকে তার বাচ্চা দু'টি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। আফসার সাহেব কান পেতে রইলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন। কথা বুঝতে তাঁর কোনই অসুবিধা হচ্ছে না।

www.MurchOna.org

বাচ্চা বিড়াল ঃ মা, স্যার আজ এত দেরী করে বাসায় এসেছেন কেন?

মা ঃ বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের কোন একটা সমস্যা হয়েছে।

বাচ্চা ঃ কি সমস্যা?

মা ঃ উনার স্ত্রী টেলিফোনে কথাবার্তা যা বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছে চাকরি নিয়ে সমস্যা। উনি বোধহয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের সামনে ভয়াবহ বিপদ।

বাচ্চা ঃ বিপদ কেন?

মা ঃ চাকরী ছেড়ে দিলে তাদের টাকা পয়সার সমস্যা হবে। রাতদিন ঝগড়া–ঝাটি হবে। এখন তাও মাঝে মাঝে খাবার–টাবার দেয় — তখন তাও দেবে না।

বাচ্চা ঃ মা আজ তো এখন পর্যন্ত আমাদের কোন খাবার দিল না।

মা ঃ রাতের খাবার শেষ হোক, তখন দিলে দিতেও পারে।

বাচ্চা ঃ মা , তোমার কি মনে হয় দিবে?

মা ঃ বুঝতে পারছি না — দিতেও পারে।

বাচ্চা ঃ খুব ক্ষিধে লেগেছে মা।

মা ঃ একটা ইঁদুর মেরে খাওয়াতে পারি — খাবি?

বাচ্চা ঃ না — রান্না করা খাবার খাব। মা, ওরা আজ কি রান্না করেছে?

মা ঃ সীম দিয়ে কৈ মাছ। মাছের সঙ্গে একটু সীম দিলে ভাল হত — ভেজিটেবল একেবারেই খাওয়া হচ্ছে না।

বাচ্চা ঃ সীম দিলেও কিন্তু আমি খাব না–মা।

মা ঃ এম্নিতেই খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। তার উপর যদি এই যন্ত্রণা তোমরা কর তাহলে তো মুশকিল। সীম যদি দেয় তাহলে খেতে হবে। সীমে অনেক ভিটামিন।

বাচ্চা ঃ ভিটামিন কি মা?

মা ঃ এইসব তোমরা বুঝবে না। ভিটামিন খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস।

আফসার সাহেব উঠে পড়লেন। খাবার ঘরে উঁকি দিলেন। বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তারা হাত ধুচ্ছে। মীরার খাওয়া এখনো শেষ হয় নি। আফসার সাহেব বললেন, মীরা তুমি তো আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।

www.MurchOna.org

মীরা বললেন, কি মিথ্যা বললাম?

'তুমি বলেছ বিড়ালদের খাবার দিয়েছ। আসলে দাও নি।'

'এটা এমন কোন মিথ্যা না যার জন্যে তুমি এমন কঠিনভাবে বাচ্চাদের সামনে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করবে।'

'আমাকে মিথ্যা কথা কেন বললে? কেন বললে বিড়ালদের খাবার দেয়া হয়েছে?'

'তুমি হঠাৎ করে যাতে আপসেট না হও সেজন্যেই সামান্য মিথ্যাটা বললাম। তোমার দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই — এক্ষুণি খাবার দিচ্ছি। যদি চাও চেয়ার টেবিলে দেব। কাঁটা চামচ দেব। সালাদও বানিয়ে দেব।'

আফসার সাহেব কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। মীরা বললেন, তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়ছ তা কি তুমি বুঝতে পারছ? জীবনে কোনদিন তুমি নিজের মেয়েদের খাবারের ব্যাপারে কোন খোঁজ নাওনি — আজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছ বিড়াল নিয়ে। অকারণে হৈ চৈ করছ। তোমার স্বভাব চরিত্র বদলে যাচ্ছে। একা একা সিনেমা দেখে ফিরলে। আমরা দুঃশ্চিন্তা করতে পারি এটা একবারও তোমার মনে এল না।

'সরি।'

'থাক সরি বলতে হবে না।'

মীরার রাগ বেশীক্ষণ থাকল না। কিছুক্ষণ পরই নরম গলায় বললেন, কিছু মনে করো না। অনেক কড়া কথা বলে ফেলেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এক ধরনের সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আরো শান্ত ব্যবহার করা উচিত ছিল, তা করি নি। আমি লজ্জিত। এসো ঘুমুতে এসো। ভয় নেই, তোমার বিড়ালকে খেতে দিয়েছি। দুটো আস্ত কৈ মাছ দিয়েছি।

আফসার সাহেব বললেন, সঙ্গে সীম দিয়েছ তো?

'সীম?'

'হ্যাঁ সীম। বিড়ালের বাচ্চা দু'টা গ্রীন ভেজিটেবল একেবারেই খেতে চায় না। অথচ ওদের দরকার।'

মীরা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পর স্বামীর হাত ধরে বললেন, এসো ঘুমুতে আস।

www.MurchOna.org

সেই রাতে আফসার সাহেব ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। ঘুমের মধ্যেই বিকট চিৎকার করতে লাগলেন। মীরা তাঁর গা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন — কি হয়েছে? এই এই, কি হয়েছে? রুমী সুমীও ঘুম ভেঙ্গে বাবার ঘরে ছুটে এল।

আফসার সাহেব চোখ মেলতেই মীরা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,

'কি স্বপ্ন দেখেছ? কি স্বপ্ন?'

আফসার সাহেব হতচকিত চোখে তাকাচ্ছেন। কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

মীরা বললেন, কি স্বপ্ন দেখলে?

আফসার সাহেব বসে ক্ষীণ গলায় বললেন, পানি খাব। এক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা পানি দিতে বল।

সুমী পানি আনতে ছুটে গেল।

আফসার সাহেব তৃষ্ণার্তের মত পানি পান করলেন। পানির গ্লাস এত উঁচু করে ধরলেন যে কিছু পানি গলা বেয়ে নেমে সার্ট ভিজে গেল। কুদ্দুস, যে থাকে ঘরের অন্য প্রান্তে সেও উঠে এসেছে। ঘুমের মধ্যে আফসার সাহেব যে ভয়ংকর চিৎকার দিয়েছেন তা ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছে।

মীরা স্বামীর গায়ে হাত রেখে কোমল গলায় বললেন, কি স্বপ্ন দেখেছ?

আফসার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন — স্বপ্নে দেখেছি আমি একটা বিড়াল হয়ে গেছি। বিড়াল হয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছি। জ্যোৎস্না রাত — আবছাভাবে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। আমি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। আমি বসে আছি ইঁদুরের গর্তের কাছে। একসময় একটা ইঁদুর বের হল — আমি লাফ দিয়ে ইঁদুরের উপর পড়লাম। ইঁদুরটাকে ছিড়ে টুকরা টুকরা করলাম। আমার সমস্ত মুখে ইঁদুরের রক্ত লেগে গেল।

মীরা নরম গলায় বললেন — স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনই কারণ নেই। ভোর হোক, আমরা মিসির আলি সাহেবের কাছে যাব। উনাকে সব বলব।

'আমি কোথাও যাব না।'

'আচ্ছা বেশ যেতে না চাইলে যাবে না।'

www.MurchOna.org

'আমাকে আর এক গ্লাস পানি দাও।'

মীরা পানি নিয়ে এলেন। আফসার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন — মীরা দেখ আমার হাত দু'টায় ইঁদুরের গন্ধ। বিশ্রী পঁচা গন্ধ।

'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ সত্যি তাই। এই হাতে আমি ইঁদুর ধরেছি। গন্ধ তো হবেই — তুমি শুঁকে দেখ।'

'পাগলামী করনা তো। ঘুমুতে যাও। তুমি বলছ মন গড়া কথা। তুমি কি ইঁদুর কখনো চোখে দেখেছ যে ইঁদুরের গল্প কেমন তা জান? আরাম করে ঘুমাও তো।

আফসার সাহেব ঘুমুতে গেলেন না। বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। তাতেও তার মন শান্ত হল না। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ সময় গোসল করলেন। যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে আছে। গা ঈষৎ গরম। সম্ভবত জ্বর আসছে। তোয়ালে হাতে মীরা দাঁড়িয়ে আছেন। রুমী সুমীও আছে। তারা যথেষ্ট পরিমাণে ভয় পেয়েছে। তবে চুপ হয়ে আছে, কিছু বলছে না। আফসার সাহেব লক্ষ্য করলেন — খাবার টেবিলের নীচে দুটা বাচ্চা নিয়ে মা বিড়ালটা বসে আছে। তারা কথা বলছে ফিস ফিস করে। তবে তাদের ফিসফিসানি বুঝতে আফসার সাহেবের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

বাচ্চা বিড়াল : মা, উনার কি হয়েছে —?

মা বিড়াল : বুঝতে পারছি না।

বাচ্চা : শীতের সময়, এত ভোরে কেউ গোসল করলে ঠাণ্ডা লাগবে না?

মা বিড়াল : তাতো লাগবেই। দেখছিস না শীতে কেমন লাগছে। ভদ্রলোকের কিছু
একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি না।

বাচ্চা : বোঝার চেষ্টা করনা কেন মা? তোমার তো কত বুদ্ধি।

মা বিড়াল : বুঝে লাভ কিছু নেই। উনাকে সাহায্য করতে পারব না। আমরা
হচ্ছি পশু। পশু কখনও মানুষকে সাহায্য করতে পারে না।

বাচ্চা : ভদ্রলোক এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমরা কিছুই করব না?

মা বিড়াল : প্রার্থনা করতে পারি।

www.MurchOna.org

বাচ্চা : প্রার্থনা কি?

মা বিড়াল : প্রার্থনা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চাওয়া।

বাচ্চা : সৃষ্টিকর্তা কে মা?

মা : যিনি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।

বাচ্চা : আমাদের সবাইকে কে সৃষ্টি করেছেন?

মা : আহ চুপ কর তো। দিনরাত এত প্রশ্নের জবাব দিতে ভাল লাগে না।

আফসার সাহেব তোয়ালে দিয়ে গা জড়িয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। মীরা বললেন, গরম এক কাপ চা এনে দি?

'দাও।'

মীরা চা বানিয়ে এনে দেখলেন আফসার সাহেব আবার সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছেন। মীরাকে দেখে ফ্যাকাশে ভাবে তাকালেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, মীরা আমি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।

মিসির আলিকে আজ অনেক ভদ্র দেখাচ্ছে। আগের দিন খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল আজ ক্লীন শেভড্। ঘরও বেশ গোছানো। বিছানায় খবরের কাগজ ছড়ানো নেই। চেয়ারে বই গাদা করে রাখা হয়নি। কেরোসিন কুকারটিও অদৃশ্য। টেবিলে সুন্দর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মিসির আলি চেয়ারে বসে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় গভীর মনযোগে পড়ছেন সরীসৃপ বিষয়ক একটি বই। গত কিছুদিন ধরেই তিনি ক্রমাগত জীবজন্তু সম্পর্কিত বই পড়ে যাচ্ছেন। শুরু করছিলেন বিড়াল দিয়ে, এখন চলে এসেছেন সরীসৃপে। পড়তে অদ্ভুত লাগছে। আগে তাঁর ধারণা ছিল সাপ ডিম দেয়। সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়। এখন দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু সাপ ডিম দেয় না, সরাসরি বাচ্চা দেয়। চন্দ্রবোড়া এরকম একটা সাপ।

দরজায় শব্দ হচ্ছে। ভিক্ষার জন্য ভিখিরী এসেছে। মিসির আলিকে দরজা খুলতে হল না। ষোল সতেরো বছরের এক ছেলে ভেতর থেকে বের হয়ে দরজা খুলে দিল এবং কাটা কাটা গলায় বলল — কাম কইরা ভাত খান। বিনা কামে ভাত নাই। এই ছেলেটির নাম মজনু। তাকে ঘরের কাজকর্মের জন্যে মাসে দেড়শ' টাকা বেতনে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে মজনুর আজ সপ্তম দিন। সপ্তম দিনে সে দেখিয়ে দিয়েছে যে সে কাজ জানে। শুধু যে জানে তা না — খুব ভাল

www.MurchOna.org

জানে। মিসির আলিকে এখন আর বিসমিল্লাহ হোটেলে ভাত খেতে যেতে হয় না। ঘরেই রান্না হয়। সেই রান্নাও অসাধারণ। খাওয়ার ব্যাপারটায় যে আনন্দ আছে তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আজ দুপুরে মজনু পাবদা মাছের ঝোল রান্না করেছে টমেটো এবং মটরশুটি দিয়ে। সেই রান্না খেয়ে মিসির আলি মজনুর বেতন দেড়শ' টাকা থেকে বাড়িয়ে একশ' পঁচাত্তর করে দিয়েছেন।

'মজনু।'

'জ্বি স্যার।'

'চা বানাও তো দেখি — '

মজনু গম্ভীর গলায় বলল দুধ, লেবু না আদা।'

'যা ইচ্ছা বানাও।'

'আপনার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। আদা চা খান শরীরের জন্যে ভাল।'

'দাও আদা চা দাও —।'

মজনুর আদা চা খেয়ে মিসির আলির মন ভাল হয়ে গেল। অসাধারণ ব্যাপার। চা যতটুক গরম হওয়া দরকার ততটুকুই গরম। ঠাণ্ডাও না, বেশী গরমও না। আদার পরিমাণও যেন মাপা। ঝাঁঝ আছে আবার চায়ের স্বাদ নষ্ট হয় নি।

'মজনু।'

'জ্বি স্যার।'

'আগে কি কোন হোটেলে কাজ–টাজ করতে?'

'জ্বে না —।'

'রান্নাবান্না এত চমৎকার শিখলে কি ভাবে?'

মজনু জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। সে রাতের রান্না বসিয়েছে। দুপুরের খাবার সে রাতে দেয় না। রাতে আলাদা রান্না হয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিসির আলি ভাবতে লাগলেন — মজনুর বেতন একশ' পঁচাত্তুর না করে পুরোপুরি দু'শ করে দেয়াই ভাল। যে কোন ভাবেই হোক এই ছেলেকে আটকে রাখতে হবে। তাঁর নিজের অর্থনৈতিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। বিলেতে থাকাকালিন তিনি প্রফেসর রেইজেনবার্গের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় — এবনরমাল বিহেভিয়ের ইন ফেজ ট্রানজিশন বইটি লিখেছিলেন সেই বই এ বৎসর কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রকাশক ভাল টাকা দিচ্ছে। প্রথম

www.MurchOna.org

দফায় তিনি পাঁচ হাজার ডলারের একটি চেক পেয়েছেন। সেই চেক ভাঙ্গানো হয়েছে। মার্বেল স্টোনের অসম্ভব সুন্দর টেবিল ল্যাম্প এবং একটি ডেকসেট ঐ টাকায় কেনা। মিসির আলি এখন রোজই কিছু না কিছু কিনছেন। জিনিশ পত্র কেনার ভেতরে যে আনন্দ আছে তাও তিনি জানতেন না।

আবার দরজার কড়া নড়ছে।

মিসির আলির মনে পড়ল সাড়ে চারশ' টাকায় তিনি একটা কলিং বেল কিনেছেন। বেলটা এখনো লাগানো হয় নি। মজনুকে পাঠিয়ে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নিয়ে আসতে হবে। রান্না শেষ হলে ওকে পাঠাবেন।

মিসির আলি নিজেই দরজা খুললেন। মীরা এবং আফসার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আফসার সাহেবের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। মনে হয় গত তিন চারদিন দাড়ি কাটেননি। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শরীরও মনে হয় ভেঙ্গে পড়েছে।

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

দু'জন ঘরে ঢুকলেন। মীরা ক্ষীণ স্বরে বললেন, আপনাকে আবার বিরক্ত করতে এলাম।

মিসির আলি বললেন, আপনাদের আরো আগেই আসা উচিত•ছিল — আপনারা দেরী করে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। আফসার সাহেব বসুন।

আফসার সাহেব বসলেন।

'মিসির আলি বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে — আপনার সমস্যা মোটেই কমেনি — বরং বেড়েছে। আমি কি ঠিক বলছি?'

আফসার সাহেব কিছু বললেন না। মীরা বললেন, জ্বি ঠিক বলছেন।

প্রাথমিকভাবে আপনার যা বলার আছে বলুন। তারপর আমি কিছু প্রশ্ন করব।

আফসার সাহেব কিছুই বললেন না। পাথরের মত মুখ করে বসে রইলেন। মীরা বললেন — গত দু'রাত ধরে সে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছে। ভয়াবহ স্বপ্ন।

'কি রকম স্বপ্ন?'

'সে বিড়াল হয়ে গেছে। ধরে ধরে ইঁদুর খাচ্ছে — এই সব স্বপ্ন।'

www.MurchOna.org

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন — আমার কাছে স্বপ্নটা খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। যদি উল্টোটা স্বপ্নে দেখতেন অর্থাৎ আপনি ইঁদুর এবং বিড়াল আপনাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাহলে ভয়াবহ হত।

আফসার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, — আমি যা দেখছি তা যথেষ্টই ভয়াবহ। আমার পরিস্থিতিতে আপনি নন বলেই

বুঝতে পারছেন না।

'আমি খুব ভাল বুঝতে পারছি। পরিবেশ হালকা করার জন্যেই হাসতে হাসতে কথাগুলি বলেছি। সমস্যা যত বড় হবে তাকে তত সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত।'

'আপনি কি তা করেন?'

'হ্যাঁ করি। একবার ভয়ংকর জটিল একটা সমস্যাকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলাম — সেই গল্প অন্য এক সময় বলব — আজ আপনার সঙ্গে কথা বলি। আমি প্রশ্ন করছি প্রশ্নগুলির জবাব দিন।'

'তারো আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি — কেন আমি এরকম ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছি?'

'মস্তিষ্ক নানান কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে। একটা বিষয় নিয়ে ক্রমাগত ভাবছেন — তাই স্বপ্নে দেখছেন। জেলেদের স্ত্রীরা সব সময় স্বপ্নে দেখে তাদের স্বামীরা নৌকাডুবিতে মারা গেছে, কখনো স্বপ্নে দেখে না তারা মারা গেছে রোড এক্সিডেন্টে। আপনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে। ভাল কথা ফ্রানজ কাফকার মেটামরফোসিস গল্প কি আপনি পড়েছেন? গল্পে একটা মানুষ আস্তে আস্তে কুৎসিত একটা পোকা হয়ে যায়।'

'না আমি পড়ি নি। গল্প-উপন্যাস আমি খুব কম পড়ি।'

'আচ্ছা এখন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে চলে আসছি। আমি প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন। ভাবার জন্যে সময় নেবেন না। ভেবে উত্তর দেবেন এমন প্রশ্নও আমি করব না।'

'বিড়ালের কথা এখনো বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'আপনি কি এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

www.MurchOna.org

'না।'

'যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি একবার কথা বলার চেষ্টা করেছি।'

'বিড়াল বুঝতে পারে নি?'

'না।'

'কিন্তু বিড়াল তো আপনাদের কথা বুঝতে পারে। অন্তত তাদের কথাবার্তা থেকে নিশ্চয়ই তা বোঝা যায়।'

'হ্যাঁ বোঝা যায়।'

' তাহলে আপনার কথা সে বুঝল না কেন?'

'জানি না।'

'আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন যে আপনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন?'

'হ্যাঁ বিশ্বাস করি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন — না আপনি বিশ্বাস করেন না। অন্য প্রশ্নগুলির জবাব আপনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন। এই প্রশ্নটির জবাব দিতে বেশ দেরী করেছেন। আপনি যদি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে বিড়ালের কথা আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আজ যে মানসিক সমস্যা আপনার হচ্ছে সেই সমস্যা হত না। আপনি একই সঙ্গে ব্যাপারটা বিশ্বাস করছেন এবং করছেন না। আমি কি ঠিক বলছি?

'হ্যাঁ ঠিক বলছেন। আমি বিড়ালের কথা বুঝি। তারপরেও আমার মনে সন্দেহ আছে।'

'কেন আছে?'

'বিড়াল এমন সব কথা বলে যা একটি বিড়াল বলবে বলে আমার মনে হয় না।'

'উদাহরণ দিন।'

'যেমন ধরুন — মা বিড়াল তার বাচ্চাদের জেলী খেতে নিষেধ করছে কারণ জেলী খেলে দাঁত নষ্ট হবে। কিংবা সে বাচ্চাদের গ্রীন ভেজিটেবল খাওয়াতে চাচ্ছে — কারণ তাতে ভিটামিন আছে —।'

www.MurchOna.org

'এ ছাড়াও অন্য কোন কারণ কি ঘটেছে যার জন্যে আপনার মনে সন্দেহ হচ্ছে বিড়ালের কথা আসলে বোঝা যায় না?'

'হ্যাঁ, এরকম ব্যাপারও ঘটেছে। আমি ইদানিং রাস্তায় প্রচুর হাঁটাহাঁটি করি। বেশ কয়েকবার বিড়ালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওরা ম্যাঁও ম্যাঁও করেছে কিন্তু ওদের কোন কথা আমি বুঝতে পারি নি।'

মিসির আলি বললেন, আপনাদের যদি সময় থাকে আমার সঙ্গে একটা বাড়িতে চলুন। ওদের গোটা তিনেক বিড়াল আছে। আমি দেখতে চাই ওদের কথা আপনি বুঝতে পারেন কি–না।

মীরা বললেন, সেটা কি ঠিক হবে? তাঁরা কি না কি মনে করবেন?

'তাঁরা কিছুই মনে করবেন না। আমরা কি জন্যে যাচ্ছি তাও তাঁদের বলা হবে না।'

আফসার সাহেব বললেন, আমার বাসায় চলুন। সেখানে তো বিড়াল আছে।

'সেই বিড়ালের কথা যে আপনি বুঝতে পারেন তা তো বলেছেন, আমি নতুন বিড়াল নিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। অবশ্যি অস্বস্তি বোধ করলে থাক।'

'না অস্বস্তি বোধ করছি না। চলুন।'

মিসির আলি মজনুর কাছে বাড়ি বুঝিয়ে দিয়ে রওনা হলেন। মজনু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করল না। বিরক্ত মুখে বলল, ফিরতে কি দেরী হইব?

'হ্যাঁ, একটু দেরী হবে।'

'রান্না হইছে। ভাত খাইয়া যান।'

'না — ভাত এখন খাব না। তুমি একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ডেকে কলিং বেল লাগিয়ে নিও।'

মিসির আলি তার পরিচিত ঐ ভদ্রলোকের বাসায় এক ঘন্টা কাটালেন। তাঁদের বিড়াল তিনটা না, দুটা। একটি অতি বৃদ্ধ। নড়াচড়ার শক্তি নেই। অন্যটি টম কেট। বেশ উগ্র স্বভাবের। এরা অনেকবারই ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও করল। আফসার সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিড়াল দু'টিকে দেখলেন। ওদের কথা শুনলেন কিন্তু ওরা কি বলছে কিছুই বুঝলেন না।

www.MurchOna.org

বাড়ি থেকে বের হয়ে মিসির আলি বললেন — আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিড়ালগুলির কথা কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাই না?

'হ্যাঁ। আমি কিছুই বুঝি নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন — আমি আমাদের বাসার বিড়ালটার কথা বুঝি। খুব ভাল বুঝি।'

মিসির আলি বললেন, আপনি নিজে কি ধরতে পারছেন — আপনার কথায় যুক্তি নেই? আপনি একটিমাত্র বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন অন্য কোন বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন না। তা কি করে হয়?

'জানি না কি করে হয়। মিসির আলি সাহেব, আমি খুব কষ্টে আছি। আপনি আমার কষ্ট দূর করুন। এইভাবে কিছুদিন গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে খানিকটা পাগল হয়েছি।'

মিসির আলি বললেন, আমি আপনার ব্যাপারটা নিয়ে ক্রমাগত ভাবছি। আমি এখনো তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে বুঝতে পারব। রহস্য উদ্ধার হবে।

'কি জন্যে মনে হচ্ছে রহস্য উদ্ধার হবে? তেমন কোন কারণ কি ঘটেছে?'

'না তেমন কোন কারণ ঘটে নি। তার পরেও মনে হচ্ছে। আমার প্রায়ই এরকম হয়। এক ধরণের ইনট্যুশন কাজ করে।'

মিসির আলি হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরলেন। বাসার সদর দরজা খোলা। মজনু কলিং বেলও লাগায় নি। মিসির আলি ঘরে ঢুকে বড় ধরনের চমক খেলেন — তাঁর ঘর খালি। মজনু সব কিছু নিয়ে ভেগে গেছে। ডলার ভাঙ্গিয়ে সাত হাজার টাকা রেখেছিলেন ফটো এ্যালবামের ভেতর। সেই এ্যালবামও নেই। এত ভারী যে মিউজিক সেন্টার তাও নেই। টেবিল ল্যাম্প, কলিং বেল তাও নেই। শীতবস্ত্রের মধ্যে তাঁর একটা ভাল শাল ছিল — সেটিও নিয়ে গিয়েছে।

তবে রান্না করে গেছে। টেবিলে সুন্দর করে খাবার-দাবার সাজিয়ে রাখা। পানির গ্লাস, একটা পিরিচে লবণ, কাঁচামরিচ এবং কাটা শসা। রান্না হয়েছে কৈ মাছের দোপিয়াজী, একটা ভাজা এবং ডাল।

মিসির আলি হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলেন। প্রতিটি আইটেম অসাধারণ হয়েছে। খেতে খেতেই মনে হল অতি ভদ্র, নিপুণ রাধুনী এই ছেলেটির সন্ধান বের করা খুব কঠিন না। এই ছেলে কোন বিদেশীর বাড়িতে আগে কাজ করত।

www.MurchOna.org

কথাবার্তায় প্রচুর ইংরেজী শব্দ তাই বলে দেয়। ইংরেজী শব্দগুলি খাবার-দাবার সংক্রান্ত। কাজেই ধরে নেয়া যায় সে বাবুর্চি ছিল। চুরির দায়ে তার চাকরী চলে যায় — কিংবা পুলিশ হয়ত তাকে খুঁজছে। সে সাময়িক আশ্রয় নিতে এসেছিল তাঁর কাছে। ছেলেটি যে বাড়িতে কাজ করত সেই বাড়ি গুলশান এলকায়। কারণ কথাবার্তায় সে গুলশান মার্কেটের কথা প্রায়ই বলত। সে বলছিল একটা প্রেসার কুকার হলে অনেক রকম রান্না সে রাঁধতে পারবে। গুলশান মার্কেটে প্রেসার কুকার পাওয়া যায়।

মজনু এতসব ভারী জিনিস নিজের কাছে রাখবে না। যেহেতু বুদ্ধিমান সে চেষ্টা করবে অতি দ্রুত জিনিসগুলি বিক্রি করে দিতে।

কোথায় বিক্রি করবে? তার পরিচিত জায়গায়। অবশ্যই গুলশান মার্কেটে। কাজেই এখন একটা বেবীটেক্সী নিয়ে তিনি যদি গুলশান মার্কেটে চলে যান তাহলে মজনুকে পাওয়া যাবে।

মিসির আলি খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে বিছানায় এসে বসলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তার বালিশের কাছে একটা পিরিচে — দুটা খিলি পান, একটা সিগারেট এবং ম্যাচ রাখা। তিনি পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরালেন এবং মজনুকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কাছে মনে হল তিনি আফসার সাহেবের রহস্যভেদের কাছাকাছি চলে গেছেন। কিছু জিনিস এখনো জট পাকানো আছে। তবে তা হয়ত বা খুলে ফেলা যাবে। কয়েকটা ছোটখাট ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আরো কয়েকটা দিন লাগবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনতে ইচ্ছা করছে। মিউজিক সেন্টারটা খুব শখ করে কিনেছিলেন। একটা গানও শোনা হল না। মন খারাপ লাগছে। মন-খারাপ ভাব কাটানোর জন্যেই আবার সরীসৃপের বইটা হাতে নিলেন।

ভয়ংকর বিষধর এবং একই সঙ্গে অপরূপ সুন্দর সাপের নাম ল্যাকেসিস মিউটা। এই ল্যাটিন নামের বঙ্গানুবাদ হল — নিঃশব্দ নিয়তি। বাহ্, কি সুন্দর নাম!

মিসির আলি বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। তাঁর মন-খারাপ ভাব কেটে যাচ্ছে।

www.MurchOna.org

আফসার সাহেব গত দু'দিন ধরে নিজের ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। ঘরের সব ক'টা জানালা বন্ধ, পর্দা ফেলা। দিনের বেলাতেও ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। তিনি খাবার খেতে খাবার টেবিলেও যাচ্ছেন না। খাবার নিয়ে মীরা তাঁর ঘরে যাচ্ছেন। আফসার সাহেব ঠিকমত খাচ্ছেনও না। অল্প কিছু মুখে দিয়েই বলছেন, ক্ষিধে নেই। মীরা বিরাট বিপদে পড়েছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। বাচ্চাসহ বিড়ালটাকে বস্তায় ভরে আবার ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে। এবার কাছে কোথাও নয়, গাড়ি করে একেবারে জয়দেবপুরে।

মীরা অবশ্যি আফসার সাহেবকে বলেছেন বিড়ালগুলিকে বাসার বাইরে রাখা হয়েছে। মীরা ভেবেছিলেন এটা শুনে আফসার সাহেব রেগে যেতে পারেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার — রাগেন নি। বরং এই প্রসঙ্গে কোন কথাও বলেন নি। মনে হচ্ছে বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপারটা তিনিও আন্দাজ করছেন।

আত্মীয়-স্বজনরা ক্রমাগত আসছে। কেউ কেউ দিনের মধ্যে দু'বার তিনবার আসছে। মীরার বেশীরভাগ সময় এবং শক্তি ব্যয় হচ্ছে যেন তারা আফসার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে না পারেন। আত্মীয়-স্বজনরা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। কেউ কেউ রাগও করছেন। আফসার সাহেবের এক মামা কঠিন গলায় মীরাকে বললেন, তুমি ওকে লুকিয়ে রাখলে তো লাভ হবে না। ওর চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

মীরা বললেন, চিকিৎসা হচ্ছে। আপনি তো চিকিৎসক না। আপনি যাবেন – – ঐ সব কথা মনে করিয়ে দেবেন। আমি চাই না সে বিড়াল নিয়ে ভাবুক।

'আমি বিড়াল নিয়েই যে কথা বলব তা তোমাকে কে বলল?'

'আপনি কি নিয়ে কথা বলবেন?'

'কথা বলার বিষয়ের কি অভাব আছে? আমি পলিটিক্স নিয়ে কথা বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলব। এতে ওর উপকার হবে। পুরো ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারবে। ঘরে তালাবন্দ করে রাখা তো কোন সমাধান না।'

www.MurchOna.org

মীরা তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে প্রথম যে কথাটা বললেন তা হচ্ছে — আচ্ছা বাবা, বিড়ালের সঙ্গে কি কি কথা তোমার হয়েছে গুছিয়ে বল। কোন কিছু বাদ দেবে না। দরকার আছে।

শুধু যে আত্মীয়রা আসছে তা না। আত্মীয়দের আত্মীয়, তাদের আত্মীয়। মুখচেনা মানুষ, পাড়ার মানুষ। পাড়ার মানুষদের পরিচিত মানুষ। টেলিফোন সারাক্ষণই বাজছে। মীরা টেলিফোন ধরেন — এমন সব কথাবার্তা তিনি শুনেন যে তাঁর চোখে সত্যি পানি এসে যায়।

পত্রিকার অফিস থেকেও টেলিফোন এল। সাপ্তাহিক চক্রবাকের প্রতিবেদক টেলিফোন করেছেন। মীরা টেলিফোন ধরলেন।

'আপনি কি আফসার সাহেবের স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'আমি সাপ্তাহিক চক্রবাক থেকে বলছি।'

'কি ব্যাপার, বলুন।'

'আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের বাড়িতে একজন মানুষ বিড়ালে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর সারা গায়ে শাদা শাদা লোম বেরিয়েছে। লেজ গজিয়ে গেছে। কথাটা কি সত্যি?'

'আপনার কি ধারণা এ-রকম খবর সত্যি হতে পারে?'

'জগতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা তো ঘটে।'

'ঘটলেও আমাদের এখানে ঘটেনি।'

'যদি না ঘটে তাহলে এরকম একটা গুজব কি করে রটল?'

'আমি জানি না কি করে রটল।'

'আচ্ছা ঠিক আছে — আমি ক্যামেরাম্যান নিয়ে আসছি — আপনার এবং যার সম্পর্কে এই গুজব রটেছে তার একটা ইন্টারভ্যু নিতে চাই।'

'কেন?'

'গুজবের উপর একটা নিউজ করব।'

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রেখে খানিকক্ষণ কাঁদলেন । সবচে' ভাল হত এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়া — তা সম্ভব হচ্ছে না। আফসার সাহেব

www.MurchOna.org

বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নন। তাঁকে এখানে থেকে সরাতে হলে জোর করে সরাতে হবে।

মীরার ডাক্তার ভাই সার্বক্ষণিক ভাবেই এ বাড়িতে আছে। সে আফসার সাহেবের সঙ্গে বেশ ক'বার কথা বলার চেষ্টা করেছে। কোন লাভ হয় নি।

আফসার সাহেব কড়া চোখে তাকিয়েছেন — কোন জবাব দেন নি। মীরার কথাবার্তার জবাব দেয়াও তিনি ইদানিং বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু রুমী সুমী কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন।

রুমী বাবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, বাবা আসব?

আফসার সাহেব বললেন, আয়।

রুমী ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকলো।

'কেমন আছ বাবা?'

'ভাল আছি।'

'তোমাকে এমন বিশ্রী দেখাছে কেন?'

'দাড়ি গোঁফ কামাচ্ছি না, কাজেই বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

'কামাচ্ছো না কেন বাবা?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'কেন ইচ্ছা করছে না?'

'জানি না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।'

'বাবা আমি কি তোমার পাশে বসব?'

'বস।'

রুমী ভয়ে ভয়ে বসল। বাবার হাতের উপর হাত রাখল।

'বাবা।'

'কি মা।'

'সবাই বলছে তুমি না-কি বিড়াল হয়ে গেছ? তুমি কি বিড়াল হয়েছ?'

'না-মা।'

'তাহলে সবাই এ রকম মিথ্যা কথা বলছে কেন?'

'তা তো জানি না।'

'তোমার চোখ লাল কেন?'

www.MurchOna.org
==

'ঘুম হচ্ছে না। এই জন্যে চোখ লাল।'

'ঘুম হচ্ছে না কেন বাবা?'

'ঘুমুলেই দুঃস্বপ্ন দেখি — এই জন্যে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। ঘুম আসেও না।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'এখনো হই নি তবে খুব শিগগীরই হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে।'

'না হবে না। মামা তোমার জন্যে খুব বড় বড় ডাক্তার এনছেন। তাঁরা তোমার চিকিৎসা করবেন।'

'চিকিৎসা করে আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ আমার কোন অসুখ হয় নি।'

'তুমি কি আপনা আপনি সেরে উঠবে?'

'তাও তো মা জানি না।'

মহসিন বেশ ক'জন ডাক্তার এনেছে। ডাক্তাররা নানানভাবে আফসার সাহেবকে পরীক্ষা করেছেন। তেমন কিছুই পান নি। প্রেসার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী। সেটা তেমন কিছু না। আচার আচরণেও তেমন কোন অস্বাভাবিকতা নেই। ঘুম খুব কম হলে রিফ্লেক্স এ্যাকশান শ্লথ হয়ে যায় — তা হয়েছে। এর বেশী কিছু না। ডাক্তারদের সবারই ধারণা ভালমত রেস্ট হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মহসিন মীরাকে বলল, যে করে হোক এই বাড়ি থেকে দুলাভাইকে বের করতে হবে। এখানে থাকলে তাঁর রেস্ট হবে না। মাছির মত লোকজন ভন ভন করছে। মীরা বললেন, আমি বললে কিছু হবে না। আমি অনেক বলেছি।

'মুখে বললে যদি না হয় তাঁকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ির আবহাওয়া যা তাতে যে কোন সুস্থ লোকও পাগল হয়ে যাবে।'

মহসিন খুব ভুল বলেনি। বাড়ির সামনে একদল দুষ্ট ছেলে জটলা পাকাচ্ছে। তারা মাঝে মাঝে বিড়ালের মত ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও করে চিৎকার করছে। মানুষ মাঝে মাঝে খুব হৃদয়হীনের মত আচরণ করে।

মহসিন বলল, আপা তুমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখ। আমি রাত দশটার পর মাইক্রবাস নিয়ে আসব। এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ঠিক করে

www.MurchOna.org

রাখব। তোমাদের সেখানে নিয়ে তুলব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানবে না তোমরা কোথায় আছ। আমি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত বলব না।

'কিন্তু তোর দুলাভাই। সে তো যেতে রাজী হবে না।'

'আমি রাজি করাচ্ছি।'

মহসিন শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, আসব দুলাভাই?

আফসার সাহেব বললেন, না।

মহসিন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আফসার সাহেব বললেন — আমি তো নিষেধ করেছিলাম ভেতরে আসতে।

'ইমার্জেন্সির সময় বাধা-নিষেধ কাজে লাগে না। এখন হচ্ছে সুপার ইমার্জেন্সি। দুলাভাই, আমি জানি আপনি আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনি অতি সৎ, শাস্ত্রনীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা একজন মানুষ। আপনি হয়ত বুঝতে পারছেন না যে এখন আপনার চরম দুঃসময় যাচ্ছে। এ রকম কিছুদিন চললে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আপনাকে বাসা ছেড়ে গোপন কোন জায়গায় যেতে হবে।'

'আমি তো কোন অপরাধ করি নি যে পালিয়ে থাকব।'

'আপনার যুক্তি একশ' ভাগ সত্যি — আপনি কোন অপরাধ করেন নি। আমাদের এই সমাজটা এমন যে বেশীরভাগ শাস্তিই আমাদের বিনা অপরাধে পেতে হয়। এখানে শুধু যে আপনি একা শাস্তি পাচ্ছেন তাই না — আপনার মেয়ে দু'টাও শাস্তি পাচ্ছে। ওরা স্কুলে যেতে পারছেন না। বাইরে গিয়ে খেলতে পারছে না। মুখ কালো করে ঘুরছে এবং কাঁদছে। ওদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করার জন্যে হলেও বাড়ি ছাড়তে আপনার রাজি হওয়া উচিত।'

'ভেবে দেখি।'

'হ্যাঁ, ভেবে দেখুন। খুব ভাল করে ভাবুন। বাড়ি ছাড়ার পক্ষে আরেকটি বড় যুক্তি আপনাকে দিচ্ছি। আপনার চাকরি নেই। এত বড় বাড়িতে আপনি এখন আর থাকতে পারেন না। ছোট বাড়ি নিতে হবে। আমি তেমনি ছোটখাট একটা বাড়ি আপনার জন্যে দেখব।'

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন।

www.MurchOna.org

মহসিন বলল, আমি এখন চলে যাচ্ছি। রাত দশটায় এসে সবাইকে নিয়ে যাব। দ্বিতীয় কোন কথা শুনব না। যদি আপত্তি করেন জোর করে নিয়ে যাব।

রাত দশটায় মহসিন মাইক্রবাস নিয়ে এল। আফসার সাহেব নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। কোন আপত্তি করলেন না। তাঁরা গিয়ে উঠলেন গেন্ডারিয়ার এক ফ্ল্যাট বাড়িতে। মহসিন করিৎকর্মা লোক। কিছু আসবাবপত্র এনে বাড়ি আগেই সাজিয়ে রেখেছে। এগারো বারো বছরের একটা কাজের মেয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

নতুন বাসা খুব ছোট না — তিনটা রুম। বারান্দাটা ছোট হলেও শোবার ঘরটা বেশ বড়। অনেক উঁচু ছাদ। খোলামেলা ভাব আছে।

মহসিন বলল, দুলাভাই আপনার বাসা পছন্দ হয়েছে?

আফসার সাহেব বললেন, হ্যাঁ হয়েছে।

'এই বাড়ির সবচে বড় সুবিধা কি জানেন?'

'না।'

'এই বাড়ির সবচে বড় সুবিধা হচ্ছে বাতাস। দখিন দুয়ারী বাড়ি। শীতকাল বলে টের পাচ্ছেন না। গরমকাল আসুক দেখবেন হু হু করে বাড়িতে হাওয়া খেলবে। আমার এক বন্ধু আগে এই বাড়িতে থাকতো। তার কাছে শুনেছি।'

আফসার সাহেব তেমন কোন উৎসাহ দেখালেন না। আবার অনুৎসাহও দেখালেন না। মহসিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছিল। রাতে তাই খাওয়া হল। আফসার সাহেব অনেকদিন পর ভালমত খাওয়া দাওয়া করলেন।

মহসিন মীরাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, আপা এই বাড়ির আসল সুবিধার কথা এখন তোমাকে গোপনে বলে যাচ্ছি। এই বাড়ির আসল এবং একমাত্র সুবিধা হচ্ছে — তিনতলা ফ্ল্যাটের কোন ফ্ল্যাটে বিড়াল নেই। তোমার ঐ বিড়ালও পথ খুঁজে খুঁজে এ বাড়িতে আসবে না। বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

'এখন তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে দুলাভাইকে ভালমত ঘুমানোর সুযোগ করে দেয়া। ঠিক মত ঘুমুলেই নার্ভ শান্ত হয়ে যাবে। নার্ভ শান্ত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।'

www.MurchOna.org

মীরা বললেন, আজ রাতটা তুই থেকে যা মহসিন, নতুন জায়গা ভয় ভয় লাগছে।

'আমি থাকব। দুলাভাইকে ঘুম পাড়ানোর দায়িত্বও আমার। আজ রাত নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না।'

মহসিন শোবার ঘরে গিয়ে বসল। আফসার সাহেব চুপচাপ সিগারেট টানছেন। তাঁকে আজ তেমন অস্থির বোধ হচ্ছে না। রুমী সুমী তাঁর পাশেই কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

মহসিন বলল, দু'টা ফ্রিজিয়াম খেয়ে আজ সারা রাত আপনি মরার মত ঘুমুবেন, বুঝতে পারছেন?

আফসার সাহেব বললেন, অষুধ খেয়ে কোন লাভ নেই ঘুম আসবে না। ঘুমুলেই দুঃস্বপ্ন দেখব এই টেনশানে আমার ঘুম আসে না।

আজ টেনশান করতে হবে না। আমি সারারাত আপনার বিছানার পাশে জেগে বসে থাকব। যখনই আপনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন আমি আপনাকে ডেকে তুলব।

বুঝবে কি করে আমি স্বপ্ন দেখছি কি–না?

স্বপ্ন দেখার সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। একে বলে Rapid eye movemend, সংক্ষেপে REM। যখনই দেখব আপনার চোখের পাতা কাঁপছে আমি আপনাকে ডেকে তুলব। আমার উপর আপনি বিশ্বাস রাখুন আমি আপনার খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসব।

মহসিন আসলেই তাই করল।

আফসার সাহেব ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার মাথা বালিশ ছুঁয়ানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙ্গল রাত তিনটায়। আফসার সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন মহসিন চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে আকাতরে ঘুমুচ্ছে। তাঁর নাকও ডাকছে।

আফসার সাহেব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, বারান্দার শেষ প্রান্তে বিড়াল একটা মাত্র বাচ্চা নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আফসার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আর ঠিক তখন বিড়ালের কথা শুনতে পেলেন।

www.MurchOna.org
==

বাচ্চা ঃ মা দেখ দেখ উনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

মা ঃ দেখছি।

বাচ্চা ঃ আমরা যে বাসা খুঁজে খুঁজে এখানে চলে এসেছি তা দেখে উনি কি খুশী হয়েছেন?

মা ঃ না।

বাচ্চা ঃ আমার ভাইটা যে মারা গেছে তা কি উনি বুঝতে পারছে মা?

মা ঃ মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান, আমরা দু'জন মাত্র এসেছি। তাই দেখেতো বোঝা উচিত।

বাচ্চা ঃ আমাদের মনে যে খুব কষ্ট তা-কি উনি বুঝবেন মা?

মা ঃ না। পশুদের কষ্ট মানুষ কখনো বোঝে না।

বাচ্চা ঃ এখন তাঁরা কি আমাদের আবার বস্তায় ভরে ফেলে দেবে?

মা ঃ দিতে পারে। আবার না-ও দিতে পারে। যখন দেখবে আমরা এত কষ্ট করে পুরানো বাসায় গিয়েছি। সেখানে তাঁদের না পেয়ে গন্ধ শুনে শুনে এই জায়গায় এসেছি তখন অবাক হয়ে আমাদের রাখতেও পারে।

বাচ্চা ঃ ক্ষিধে পেয়েছে মা।

মা ঃ ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়লে ক্ষিধে লাগবে না।

বাচ্চা ঃ মা।

মা ঃ কি?

বাচ্চা ঃ ভাইটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে মা। কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

মা ঃ কাঁদতে ইচ্ছা করলে কাঁদো।

আফসার সাহেব শুনলেন বিড়ালের বাচ্চাটা কাঁদছে। এই কান্না অবিকল মানব শিশুর কান্নার মত। আফসার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

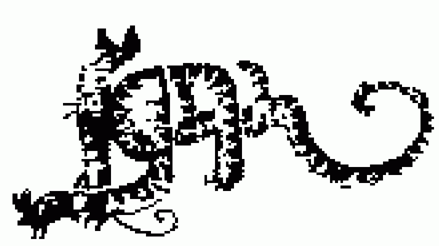

মিস্রির আলি বড় একটা খাতায় বিড়ালের ব্যাপারটা লিখেছেন। খাতাটা

www.MurchOna.org

নিয়ে আফসার সাহেবের বাসায় যাবেন। যাবার আগে লেখাটা আরেকবার দেখে নিচ্ছেন। মিসির আলি লিখেছেন —

(১) আফসার সাহেব একজন বুদ্ধিমান মানুষ। তবে গম্ভীর প্রকৃতির। ঠাট্টা তামাশা পছন্দ করেন না। সবকিছু খুব সিরিয়াস ভাবে নেন। কাজেই তিনি যখন বলেন বিড়ালের কথা বুঝতে পাচ্ছেন তখন ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে তিনি ঠাট্টা তামাশা করছেন না। আমিও ধরেই নিচ্ছি তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন। এটা ধরে নিয়ে অন্য যুক্তিগুলি পরীক্ষা করছি।

(২) ক্যাসেট প্লেয়ারে বিড়ালের কথা টেপ করা ছিল। তাঁকে শুনানো হল। তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। এতে দু'টি জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে (ক) তিনি সত্যি কথা বলছেন। মিথ্যা করে বলতে পারতেন যে কথা বুঝতে পারছেন। মিথ্যা বললেও আমাদের তা ধরার ক্ষমতা ছিল না। (খ) বিড়াল হয়ত টেলিপ্যাথিক নিয়মে কথা বলে। যদি তার কথা হয় টেলিপ্যাথিক তবে ক্যাসেট প্লেয়ারে ধরে রাখা বিড়ালের কথা হবে অর্থহীন। টেলিপ্যাথিক কথা বলার সম্ভাবনাই বেশী কারণ বিড়ালের ভোকাল কর্ড মিয়াও ছাড়া অন্য কোন শব্দ করতে পারে না। একটি মাত্র শব্দে দীর্ঘ বাক্য তৈরী করা বা কথোপকথন চালানো অসম্ভব।

(৩) আফসার সাহেব রাস্তায় হাঁটার সময় কিছু বিড়ালের দেখা পেতেন। তিনি তাদের কোন কথা বুঝতে পারেন নি। বিড়ালের কথা যদি টেলিপ্যাথিক হয় তাহলে তাদের কথাও বোঝা উচিত ছিল। আফসার সাহেবকে আমি একটি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদেরও দু'টি বিড়াল ছিল। আফসার সাহেব সেই দু'টি বিড়ালের কথাও শুনতে পান নি।

তাহলে ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে গিয়েছি। এক কথায় আমরা এখন সহজ সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারি "আফসার সাহেব বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন না। তিনি মনগড়া কথা বলছেন।"

কিন্তু ইচ্ছা করলে এই সহজ সিদ্ধান্তে আমরা নাও যেতে পারি। আমার সিদ্ধান্ত এ রকম — আফসার সাহেব বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন তবে সেই

www.MurchOna.org

বিড়ালকে হতে হবে মা বিড়াল এবং তার কিছু বাচ্চা থাকতে হবে। মা বিড়াল বাচ্চাদের ট্রেনিং দেবার জন্যে ক্রমাগত তাদের নানান জিনিস শেখাবে। এই শেখানোর ব্যাপারটা সে করবে—“টেলিপ্যাথিকেলী”। বাচ্চারাও একইভাবে মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শিক্ষার প্রাথমিক অংশ শেষ হবার পর পর বিড়ালদের এই ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। আফসার সাহেবের মস্তিষ্কের একটি অংশ কোন এক বিচিত্র কারণে বিড়ালের টেলিপ্যাথিক কথোপকথন ধরতে পারছে। আমার ধারণা ছোট ছোট শিশু আছে এমন যে কোন বিড়ালের কথাই তিনি বুঝতে পারবেন।

এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের পরিচয় নেই বলেই মানুষ এই ক্ষমতা দেখবে ভয়ে এবং বিস্ময়ে। মানুষ এটা সহজে গ্রহণ করতে পারবে না। শেষটায় এই ক্ষমতা আফসার সাহেবকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। মানুষ কখনোই অস্বাভাবিক কিছু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

মিসির আলি অনেক খুঁজে খুঁজে আফসার সাহেবের বাসায় এসেছেন। বাসা থম থম করছে। কোন সাড়া শব্দ নেই বাড়িতে পা দিয়েই তাঁর মনে হল অশুভ কিছু যেন এই বাড়িতে ছায়া ফেলে আছে। ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে। কলিংবেল টিপতেই মীরা এসে দরজা খুললেন। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন মিসির আলিকে চিনতে পারছেন না। মীরার চোখ লাল, হয়ত কাঁদছিলেন।

মিসির আলি বললেন, কেমন আছেন?

মীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ভাল নেই।

‘ভেতরে আসব?’

‘আসুন।’

‘আফসার সাহেব কোথায়?’

মীরা চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, আমি বুঝতে পারছি বড় রকমের কোন ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি আমাকে দয়া করে বলবেন কি ব্যাপার?

www.MurchOna.org
====================================

মীরা চাপা গলায় বললেন — আমাদের ঐ বিড়ালটা একটা বাচ্চা নিয়ে খুঁজে খুঁজে এই বাড়িতে চলে এসেছিল। কি করে গেণ্ডারিয়ার এই বাড়ি খুঁজে পেল আমি জানি না। সাকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বিড়ালটা তার বাচ্চা নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সুমীর আব্বা একগাদা খাবার খেতে দিয়েছে। আমার প্রচণ্ড রাগ হল। রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম–আমাদের সমস্ত যন্ত্রণায় মূলে এই বিড়াল। আমার মনে হল এদের শেষ না করতে পারলে আমাদের মুক্তি নেই। তখন আমি খুব একটা খারাপ কাজ করলাম।

'কি করলেন?'

'খুব নোংরা, খুব কুৎসিত একটা কাজ — বলতে গিয়েও আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম.। রান্নাঘরের চুলায় চায়ের পানি ফুটছিল। আমি সেই ফুটন্ত পানি এনে এদের গায়ে ঢেলে দিলাম। এত বড় অন্যায় যে আমি করতে পারি তা কখনো কল্পনা করিনি। কিন্তু করেছি, নিজের হাতে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়েছি।'

'তারপর?'

'পানি ঢালার পরই মনে হল আমি একি করলাম, আমি একি করলাম। তখন আমি নিজেই এদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেছি। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর পরই দু'টা বিড়ালই মারা যায়।'

'আফসার সাহেব কোথায়? উনি ঘটনাটা কি ভাবে নিয়েছেন?'

'আমার মনে হয় সহজভাবেই নিয়েছেন। বাসায় ফিরে আমি খুব কান্নাকাটি করছিলাম। উনি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলছিলেন — মানুষ মাত্রই ভুল করে। তুমিও করেছ।'

'ঘটনাটা কবে ঘটেছে?'

'গতকাল।'

মীরার চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না। রুমী সুমী দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, আফসার সাহেব কোথায়?

www.MurchOna.org

মীরা বললেন, ও গিয়েছে ট্রেনের টিকিট কাটতে। সবাইকে নিয়ে সে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চায়।

'সেটা ভাল হবে। যান, ঘুরে আসুন।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এই পরিবারটি এখন সামলে উঠতে পারবে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এখন এদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। তা ছাড়া যেহেতু বিড়াল দু'টিও এখন নেই। এটাও এক ধরনের মুক্তি।

মিসির আলি বললেন, আমি আজ যাই। আপনারা বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। তারপর একদিন এসে চা খেয়ে যাব।

মীরা চোখ মুছতে মুছতে নীচু গলায় বললেন, আপনাকে একটা ব্যাপার বলতে চাচ্ছি — "আমি যখন বিড়াল দু'টাকে নিয়ে রিক্সা করে হাসপাতালে যাচ্ছি তখন হঠাৎ স্পষ্ট শুনলাম মা বিড়ালটা বলছে — 'আমি আপনার পায়ে পড়ছি। আপনি আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান। এই বেচারা সুন্দর পৃথিবীর কিছুই দেখল না।' আমি কথাগুলি স্পষ্ট শুনলাম — যেন বিড়ালটা আমার মাথার ভেতর ঢুকে আমাকে কথাগুলি বলল। এই রকম কেন শুনলাম বলুন তো?

মিসির আলি কখনো মিথ্যা বলেন না — আজ বললেন। কোমল গলায় বললেন — এটা আপনার কল্পনা। অপরাধবোধে কাতর হয়ে ছিলেন বলেই কল্পনায় শুনেছেন। বিড়াল কি আর কথা বলতে পারে?

মীরা বললেন, আমারো তাই ধারণা।

বলতে বলতে মীরা আবার চোখ মুছলেন।

মিসির আলি বাসার দিকে ফিরে চলছেন। শীতের সন্ধ্যা। আকাশ লাল হয়ে আছে। আকাশের লাল আলোয় কী অপূর্বই না দেখাচ্ছে শহরটাকে। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে হল — প্রকৃতি এত সুন্দর করে নিজেকে শুধু মানুষের জন্যেই সাজায় না, তার সমস্ত জীব জগতের জন্যেই সাজায়। মানুষ মনে করে শুধু তার জন্যেই বুঝি সাজিয়েছে, পাখি মনে করে তার জন্যে। বারান্দায় বসে-থাকা মা বিড়াল মনে করে তাদের জন্যে। সে হয়ত তার শিশুটিকে ডেকে বলে — মা দেখ দেখ কি সুন্দর! কি সুন্দর!

WWW.MURCHONA.COM

Bipod by Humayun Ahmed

For More Bangla E-Books Visit

www.banglabookpdf.blogspot.com